

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঈমানকে কিভাবে নূতন করিব? এরশাদ ফরমাইলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশী বেশী পড়িতে থাক। (তারগীব : আহমদ, তাবারানী)

ফায়দা : এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, ঈমান পুরাতন হইয়া যায় যেমন কাপড় পুরাতন হইয়া যায়, অতএব আল্লাহ তায়ালার নিকট ঈমানের নতুন হইতে চাহিতে থাক। পুরাতন হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল গোনাহের কারণে ঈমানী শক্তি এবং ঈমানী নূর কমিয়া যাইতে থাকে। যেমন এক হাদীসে আসিয়াছে, বান্দা যখন কোন গোনাহ করে, তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। যদি সে খাঁটিভাবে তওবা করে তবে সেই দাগ মিটিয়া যায়। নতুবা জমিয়া থাকে। অতঃপর যখন আরও একটি গোনাহ করে তখন আরও একটি দাগ পড়িয়া যায়। এইভাবে অন্তর সম্পূর্ণ কালো ও মরিচায়ুক্ত হইয়া যায়। যাহা আল্লাহ তায়ালা সূরায় মুতাফ্ফিফীনে এরশাদ ফরমাইয়াছেন :

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَفُتِنُوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥

(সূরা মুতাফ্ফিফীন, আয়াত : ১৪)

ইহার পর অন্তরের অবস্থা এমন হইয়া যায় যে, সত্য কথা উহাতে আর কোন আছর করে না বরং প্রবেশই করে না।

এক হাদীসে আসিয়াছে, চারটি জিনিস মানুষের অন্তরকে ধ্বংস করিয়া দেয়— (১) আহমকদের সাথে মোকাবিলা (২) গোনাহের আধিক্য (৩) স্ত্রীলোকদের সহিত বেশী মেলামেশা (৪) মৃত লোকদের সহিত বেশী উঠাবসা করা। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, মৃত লোক কাহারো? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ সমস্ত ধনী ব্যক্তি, যাহাদের অন্তরে ধনসম্পদ অহংকার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثَرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو نہ کہہ سکو۔

رواہ ابو یعلیٰ باسناد جیدہ قوی کذا فی الترغیب وعزاه فی الجامع الی ابی یعلیٰ وابن عدی فی الکامل ورفعه بالضعف وزاد لفتوها موتا ثم کذا فی مجمع الزوائد ورواہ ابو یعلیٰ درجالہ رجال الصحیح غیر ضمام وهو ثقة

৮ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র সাক্ষ্য দিতে থাক ঐ সময় আসার পূর্বে যখন তোমরা এই কালেমা বলিতে পারিবে না। (তারগীব : আবু ইয়াল্লা)

ফায়দা : অর্থাৎ যখন মৃত্যু বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। কেননা মৃত্যুর পর আমলের আর কোন সুযোগ থাকে না। খুবই স্বল্প সময়ের জিন্দেগী, ইহাই আমল করার ও বীজ বপনের সময়। আর মৃত্যুর পরের জীবন অত্যন্ত লম্বা, সেখানে উহাই পাওয়া যাইবে যাহা এখানে বপন করা হইয়াছে।

عَنْ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مَن قَلْبِهِ مَيَّيْتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ لِأَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اسی حال میں مرتے ہو مگر وہ جہنم پر حرام ہو جائے وہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

(رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرطہما ورواہ بنحوہ کذا فی الترغیب)

৯ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি এমন একটি কালেমা জানি, যে কোন বান্দা ইহাকে অন্তরে সত্য জানিয়া পাঠ করিবে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে সে জাহান্নামের জন্য হারাম হইয়া যাইবে। সেই কালেমা হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (তারগীব : হাকিম)

ফায়দা : বহু হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। যদি এইসব হাদীসের অর্থ এই হয় যে, সে মুসলমানই ঐ সময় হইয়াছে তবে তো কথাই নাই কেননা, ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরের গোনাহ সর্বসম্মতভাবে মাফ হইয়া যায়। আর যদি অর্থ এই হয় যে, পূর্ব হইতেই সে মুসলমান ছিল মৃত্যুর আগে কালেমা পড়িয়া মারা গিয়াছে, তাহা হইলেও আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানীতে সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন ইহা কোন অসম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এরশাদ করিয়াছেন শিরক ছাড়া যাবতীয় গোনাহ তিনি যাহাকে চাহিবেন মাফ করিয়া দিবেন।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) কিছুসংখ্যক ওলামায়ে কেরাম হইতে ইহাও নকল করিয়াছেন যে, এই ধরনের হাদীসসমূহ ঐ সময়ের জন্য প্রযোজ্য যখন দ্বীনের অন্যান্য হুকুম নাযিল হইয়াছিল না।

কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন, উক্ত হাদীসের অর্থ, ঐ কালেমাকে উহার হক আদায় করিয়া পড়া, যাহা পূর্বে ৪৮৭ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) ও অন্যান্য কতিপয় আলেমও এই

(۱۰) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَايِشُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(১০) ছবুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতের চাবি-সমূহ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র সাক্ষ্য প্রদান করা। (মিশকাত : আহমদ)

ফায়দা : চাবিসমূহ এই হিসাবে বলা হইয়াছে যে, এই কালেমাই প্রত্যেক দরজা ও প্রত্যেক জান্নাতের চাবি এই কারণে সকল চাবিই এই কালেমা হইল। অথবা এই হিসাবে যে এই কালেমাও দুইটি অংশ নইয়া গঠিত হইয়াছে, একটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর স্বীকৃতি অপরাট মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর স্বীকৃতি। কাজেই দুইটি হইয়া গেল অর্থাৎ উভয়ের সমন্বয়ে খুলিতে পারে। ইহাছাড়া আরও যে সকল হাদীসে

۱۱) عَنْ النَّبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا طُمِئْتُ مَا فِي الصَّخِيفَةِ مِنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى تَسْكُنَ إِلَى مِثْلِهِمَا مِنَ الْحَسَنَاتِ .

১১) যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়—দিনে অথবা রাতে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে, তাহার আমলনামা হইতে গোনাহসমূহ মিটিয়া যায় এবং উহার স্থলে নেকীসমূহ লিখিয়া দেওয়া হয়। (তারগীব : আবু ইয়্যাক্বা)

۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ لَمْ يَبْرَأِ
 دَعَا إِلَى عَمُودٍ مِنْ نُورٍ بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ
 فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اهْتَزَّ
 ذَلِكَ الْعَمُودُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
 أَسْكُنْ فَيَقُولُ كَيْفَ أَسْكُنُ وَلَمْ يُفْرَ

(رواه الطبرانی والبيهقي كلاهما من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني وفي متنه
نكارة كذا في الترغيب وذكره في الجامع الصغير برواية الطبراني عن ابن عمر
وقوله بالضعف وفي اسنى المطالب رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف وفي مجمع
الزوائد رواه الطبراني وفي رواية لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَأِلهِ إِلَّا اللَّهُ وَخَشَعَتِ الْبُوتُ وَلَا
عِنْدَ الْقَبْرِ فِي الْأَوَّلَى يَحْيَى الْحَمَانِي فِي الْآخِرَى مَجَاشِعُ بْنُ عَمْرِو كِلَاهُمَا ضَعِيفٌ أَه
وَقَالَ السَّخَاوِيُّ فِي الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ رَوَاهُ الْبُؤَيْعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ
ضَعِيفٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو أَه قُلْتُ وَمَا حُكِمَ عَلَيْهِ الْمُنْذَرُ بِالنَّكَارَةِ مَبْنَاهُ أَنَّ حَمَلَ أَهْلَ لَأِلهِ
إِلَّا اللَّهُ عَلَى الظَّاهِرِ عَلَى كُلِّ مَسْلُومٍ وَمَعْلُومٍ أَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ يَعْدِلُونَ فِي الْقَبْرِ وَالْخَفَرِ
فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مُخَالَفًا لِلْعَرَفِ فَيَكُونُ مُنْكَرًا لِكَلِمَةِ لَأِلهِ أَرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ بِهَذِهِ
الصِّفَةِ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِلنُّصُوصِ الْكَثِيرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالسَّائِقُونَ السَّائِقُونَ
أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ وَمِنْهُمْ سَابِقُ الْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَسَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
بِغَيْرِ حِسَابٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالرَّوَايَاتِ فَالْحَدِيثُ مُوَافِقٌ لَهَا لَا مُخَالَفَ فَيَكُونُ
مَعْرُوفًا لَا مُنْكَرًا وَذَكَرَ السِّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِرَوَايَةِ ابْنِ مَرْدُودٍ وَابْنِ أَبِي بَشِيرٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْفَضْلِ سَابِقًا سَابِقًا وَمُقْتَصِدًا نَاجٍ وَظَالِمًا مَغْفُورًا لَهُ وَرَقَعَهُ بِالْحَسَنِ قُلْتُ وَ
يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ سَبْقِ الْمُفْرَدُونَ الشَّهِيدُونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَنْفَالَهُمْ
فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْ ابْنِ الدَّرَدَاءِ
كَذَا فِي الْجَامِعِ وَرَقَعَهُ بِالصَّحِيحَةِ وَفِي الْإِتْحَافِ عَنْ ابْنِ الدَّرَدَاءِ مُوَفَّقًا الَّذِينَ لَا تَرَالُ إِلَيْهِمْ
رَطْبَةٌ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحَكُونَ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِرَوَايَةِ الْحَاكِمِ
وَرَقَعَهُ بِالصَّحِيحَةِ السَّابِقِ وَالْمُقْتَصِدِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ يَمَسُّ
حِسَابًا لَيْسَ لِتَوْبَتِهِ خُلُودُ الْجَنَّةِ)

(১৩) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালাদের না কবরে ভয় আছে, না হাশরের ময়দানে। যেন ঐ দৃশ্য এখন আমার সামনে ভাসিতেছে যে, তাহারা যখন নিজেদের মাথা হইতে মাটি ঝাড়িতে ঝাড়িতে কবর হইতে উঠিবে এবং বলিবে যে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে যিনি (চিরকালের জন্য) আমাদের উপর হইতে দুঃখ-চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালাদের না মৃত্যুর সময় ভয় থাকিবে, না কবরে।

(তারগীব : তাবরানী, বায়হাকী)

ফায়দা : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একবার হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সালাম বলিয়াছেন এবং এরশাদ করিয়াছেন যে, আপনাকে চিন্তিত ও দুঃখিত দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? (আল্লাহ তায়ালা অন্তরের ভেদ জানেন তবু সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করাইতেন।) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হে জিবরাঈল! আমার উম্মতের চিন্তা খুবই বাড়িয়া যাইতেছে যে, কিয়ামতের দিন তাহাদের কি অবস্থা হইবে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কাফেরদের ব্যাপারে না মুসলমানদের ব্যাপারে? তিনি বলিলেন, মুসলমানদের ব্যাপারে চিন্তা হইতেছে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে লইয়া একটি কবরস্থানে তশরীফ লইয়া গেলেন। সেখানে বনী সালামা গোত্রের লোকদেরকে দাফন করা হইয়াছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) একটি কবরের উপর তাঁহার একটি ডানা মারিলেন এবং বলিলেন اللَّهُ فَمُ يَأْذُنُ (আল্লাহর হুকুমে উঠিয়া আস)। তৎক্ষণাৎ কবর হইতে একজন অত্যন্ত সুন্দর সুদর্শন চেহারাওয়ালা এক ব্যক্তি উঠিল এবং সে বলিতেছিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, নিজের জায়গায় ফিরিয়া যাও। সে ফিরিয়া গেল। অতঃপর অন্য এক কবরে তাঁহার অপর ডানা মারিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর হুকুমে উঠিয়া আস। তৎক্ষণাৎ কবর হইতে একজন অত্যন্ত কালো কুশী নীল চক্ষুবিশিষ্ট লোক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সে বলিতেছিল, হায় আফসোস! হায় লজ্জা! হায় মুসীবত! হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, নিজের জায়গায় ফিরিয়া যাও। সে ফিরিয়া গেল। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, এই সকল লোক যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে (হাশরের দিন) সেই অবস্থায়ই উঠিবে।

উল্লেখিত হাদীস শরীফে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালাদের বলিতে বাহ্যতঃ ঐ সমস্ত লোককে বুঝানো হইয়াছে, যাহাদের এই পাক কালেমার সহিত বিশেষ সম্পর্ক ও মশগুলী রহিয়াছে। কারণ, দুঃখওয়ালা, জুতাওয়ালা, মোতিওয়ালা, বরফওয়ালা ঐ ব্যক্তিকেই বলা হয় যাহার নিকট এই সমস্ত জিনিসের বিশেষভাবে বেচাকেনা হয় এবং এইসব জিনিস বিশেষভাবে

থাকে। কাজেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ালাদের সহিত এই ধরনের ব্যবহারে আপত্তির কিছু নাই, যাহা উপরের হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কুরআন পাকে সূরা ফাতিরে এই উম্মতের তিনটি স্তর উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক স্তর, ছাবিক বিল খাইরাত : যাহাদের সম্পর্কে হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, তাহারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি ১০০ বার করিয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন অবস্থায় উঠাইবেন যে, তাহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে। হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, যাহাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে তরতাজা থাকে তাহারা হাসিতে হাসিতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

حُضُورُ أَقْدَسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَرشَادِهِ
 كَقَوْلِهِ تَعَالَى شَأْنُ قِيَامَتِ كَدَنِ مِيرِ
 أَمْتِ فِي سَإِةِ كَوْنِ كَوْنِ فَرَاكَ
 تَمَامِ دُنْيَا كَسَا مَن مَّالَتِ كَ أَرَأْسِ
 كَسَا مَن نَّانُو كَدَفْرَا أَعْمَالِ كَكُوهِ
 كَكُوهِ فَرْتَا تَارُ كَوْنِ كَمَنْ تَهَا كَلَفَرْتَا
 (یعنی جہاننگ نگاہ جاسکے وہاں تک)
 پھیل ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے
 سوال کیا جائے گا کہ ان اعمالناموں میں
 سے تو کسی چیز کا انکار کرلے۔ کیا میرے ان
 فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر مقرر تھے تجھ پر
 کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کئے ہوئے لکھ
 لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو) وہ عرض
 کرے گا نہیں (انکار کی گنجائش ہے نہ فرشتوں
 نے ظلم کیا) پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان
 بد اعمالیوں کا کوئی عذر ہے وہ عرض کرے گا
 کوئی عذر سبھی نہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تیری
 ایک ہی ہمارے پاس ہے آج تجھ پر کوئی ظلم

۱۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَتَعَلَّصُ رَجُلًا
 مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 فَيَنْتَرِعُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سَجْدًا كُلَّ
 سَجْدَةٍ مِثْلُ مَدَةِ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتَشْكُرُ
 مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظْلَمْتُكَ كَتَبْتُ لَكَ الْفَقْرَ
 فَيَقُولُ لَا يَأْرِبُ فَيَقُولُ أَفْذَكَ عَذْرُ
 فَيَقُولُ لَا يَأْرِبُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى بَلَى
 إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ
 عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَيُخْرِجُ بِطَاقَةٍ فِيهَا
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ
 أَحْضَرُ وَذَلِكَ فَيَقُولُ يَأْرِبُ مَا هَذِهِ
 الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجَدَاتِ
 فَقَالَ فَإِنَّكَ لَا تَظْلَمُ الْيَوْمَ فَيُضْعَفُ
 السَّجَدَاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي
 كَفَّةٍ فَطَاسَتْ السَّجَدَاتُ وَثَقَلَتْ

الْبِطَاقَةُ فَذَلِكَ يَثْقُلُ مَعَ اللَّهِ
 شَيْئًا
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَمَّا هُوَ بِكَارِشَادِهِ وَكَارِشَادِهِ
 وَفَرْتُولِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى شَأْنُ قِيَامَتِ كَدَنِ مِيرِ
 أَمْتِ فِي سَإِةِ كَوْنِ كَوْنِ فَرَاكَ
 تَمَامِ دُنْيَا كَسَا مَن مَّالَتِ كَ أَرَأْسِ
 كَسَا مَن نَّانُو كَدَفْرَا أَعْمَالِ كَكُوهِ
 كَكُوهِ فَرْتَا تَارُ كَوْنِ كَمَنْ تَهَا كَلَفَرْتَا
 (یعنی جہاننگ نگاہ جاسکے وہاں تک)
 پھیل ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے
 سوال کیا جائے گا کہ ان اعمالناموں میں
 سے تو کسی چیز کا انکار کرلے۔ کیا میرے ان
 فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر مقرر تھے تجھ پر
 کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کئے ہوئے لکھ
 لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو) وہ عرض
 کرے گا نہیں (انکار کی گنجائش ہے نہ فرشتوں
 نے ظلم کیا) پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان
 بد اعمالیوں کا کوئی عذر ہے وہ عرض کرے گا
 کوئی عذر سبھی نہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تیری
 ایک ہی ہمارے پاس ہے آج تجھ پر کوئی ظلم

رواه الترمذی وقال حسن غریب وابن ماجه وابن حبان فی صحیحہ والبیہقی و
 الحاکم وقال صحیح علی شرط مسلم کذا فی الترغیب قلت کذا قال الحاکم فی
 کتاب الایمان وخرجه ایضا فی کتاب الدعوات وقال صحیح الاسناد وافره
 فی الموضعین الذہبی و فی مشکوٰۃ اخرجه بروایة الترمذی وابن ماجه وزاد
 السیوطی فی الدر فیمین عزاء الیہم احمد وابن مردویه واللالکائی والبیہقی فی
 البعث و فیہ اختلاف و فی بعض الالفاظ کقوله فی اول الحدیث یُصَاحُّ
 بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ وَ فیہ ایضاً فَيَقُولُ أَفْذَكَ عَذْرُ وَ حَسَنَةً
 فِيهَا أَب الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا يَأْرِبُ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً الحدیث
 وعلومہ ان الاستدلال فی الحدیث علی محلہ ولاحاجۃ اذا الی ما اولہ
 القاری فی السرقۃ و ذکر السیوطی ما یؤید الروایۃ من الروایات الاخر

১৪ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,
 হকতায়লা শানুহু কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্য হইতে এক
 ব্যক্তিকে বাছাই করিয়া সমস্ত হাশরবাসীর সামনে ডাকিবেন এবং তাহার
 সামনে আমলের ৯৯টি দফতর খুলিবেন। প্রতিটি দফতর এত বড় হইবে
 যে, দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত (অর্থাৎ যতদূর দৃষ্টি যায়) প্রসারিত হইবে। অতঃপর
 তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে, তুমি কি এই সমস্ত আমলনামার কোন কিছুকে
 অস্বীকার কর? আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত আমার ফেরেশতারা
 কি তোমার উপর কোন জুলুম করিয়াছে? (কোন গোনাহ না করা সত্ত্বেও
 লিখিয়াছে কিংবা করার চেয়ে বেশী লিখিয়াছে?) সে আরজ করিবে, না।
 (অর্থাৎ, না অস্বীকার করার কিছু আছে, আর না ফেরেশতারা জুলুম
 করিয়াছে।) অতঃপর প্রশ্ন করা হইবে, এই সমস্ত গোনাহের পক্ষে তোমার

নিকট কোন ওজর আছে কি? সে আরজ করিবে, কোন ওজর নাই। এরশাদ হইবে—আচ্ছা, তোমার একটি নেকী আমার নিকট আছে। আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হইবে না। অতঃপর একটি কাগজের টুকরা বাহির করা হইবে যাহাতে লেখা থাকিবে : আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আলা মুহাম্মাদান আবদুল্লাহ ওয়া রাসুলুহ। এরশাদ হইবে, যাও ইহাকে ওজন করাইয়া লও। সে আরজ করিবে, এতগুলি দফতরের মোকাবেলায় এই সামান্য কাগজের টুকরা কি কাজে আসিবে। এরশাদ হইবে, আজ তোমার উপর জুলুম করা হইবে না। অতঃপর ঐ সমস্ত দফতরকে এক পাল্লায় রাখা হইবে আর অপরদিকে কাগজের ঐ টুকরাটি রাখা হইবে। তখন ঐ কাগজের টুকরার ওজনের মোকাবেলায় দফতরওয়ালা পাল্লাটি শূন্যে উড়িতে থাকিবে। আসল কথা হইল এই যে, আল্লাহর নামের চাইতে ভারী আর কোন জিনিস নাই।

(তারগীব : তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

ফায়দা : ইহা এখলাছেরই বরকত, এখলাসের সহিত একবার পড়া, কালেমায়ে তাইয়েবা ঐ সমস্ত দফতরের মোকাবেলায় ভারী হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই জরুরী যে, কেহ যেন কোন মুসলমানকে হয় মনে না করে এবং নিজেকে যেন তাহার তুলনায় উত্তম মনে না করে। কারণ, জানা নাই যে, তাহার কোন আমল আল্লাহ তায়ালায় নিকট কবুল হইয়া যাইবে এবং তাহার নাজাতের জন্য উহা যথেষ্ট হইয়া যাইবে। আর নিজের অবস্থা জানা নাই যে, কোন আমল কবুল হওয়ার যোগ্য হইবে কিনা।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুই ব্যক্তি ছিল—একজন আবেদ, আরেকজন গোনাহগার। উক্ত আবেদ ব্যক্তি ঐ গোনাহগার ব্যক্তিকে সর্বদা তিরস্কার করিত। সে বলিত, আমাকে আমার আল্লাহর উপর ছাড়িয়া দাও। একদিন আবেদ রাগান্বিত হইয়া বলিয়া ফেলিল, খোদার কসম! তোর কখনও মাগফেরাত হইবে না। আল্লাহ তায়ালা উভয়কে রাহের জগতে একত্রিত করিলেন এবং গোনাহগারকে রহমতের আশা করিত বলিয়া মাফ করিয়া দিলেন। আর আবেদকে এরূপ কসম খাওয়ার পরিণতিতে আজাবের হুকুম দিলেন। নিঃসন্দেহে ইহা জঘন্যতম কসম ছিল। যখন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

(আল্লাহ তায়ালা কুফর ও শিরক মাফ করিবেননা। ইহা ছাড়া যাবতীয় গোনাহ যাহার জন্য চাহেন মাফ করিয়া দিবেন।) (সূরা নিসা, আয়াত : ৪৮)

তখন কাহারো এই কথা বলার কি অধিকার আছে যে, অমুকের মাগফিরাত হইতে পারে না। কিন্তু ইহার অর্থ ইহাও নয় যে, অন্যায় কার্যকলাপে গোনাহের কাজে নাজায়েয বিষয়ের উপর ধরপাকড় করা যাইবে না, টোকা যাইবে না। কুরআন ও হাদীসে শত শত জায়গায় ইহার হুকুম রহিয়াছে এবং না টোকার উপর শাস্তির ধমকি রহিয়াছে। বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহারা কাহাকেও গোনাহ করিতে দেখিয়া শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাধা দেয় না, তাহারাও ঐ ব্যক্তির সহিত গোনাহের শাস্তি ভোগ করিবে, আযাবে শরীক হইবে। এই বিষয়টিকে আমি আমার ফাযায়েলে তবলীগ নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছি। যাহার ইচ্ছা হয় দেখিয়া নিবে।

এখানে একটি জরুরী বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, দীনদার লোকদের জন্য গোনাহগারদেরকে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী মনে করা যেমন ধ্বংসকর তদ্রূপ অজ্ঞ লোকদের জন্যও যে কোন লোককে—চাই সে যতই কুফরী কথা বলুক না কেন অনুসরণীয় ও বড় বানাইয়া লওয়া বিষতুল্য ও ধ্বংসকর। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বেদাতীকে সম্মান করে সে ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সাহায্য করে। বহু হাদীসে আসিয়াছে, শেষ জমানায় বহু দাজ্জাল, ধোকাবাজ ও মিথ্যাবাদী বাহির হইবে, যাহারা তোমাদেরকে এমন এমন হাদীস শুনাইবে, যাহা তোমরা কখনও শুন নাই। এমন যেন না হয় যে, এই সকল লোক তোমাদেরকে গোমরাহ করিয়া ফেলে এবং ফেতনায় ফেলিয়া দেয়।

مُحَمَّدٌ رَأْسُ الْإِسْلَامِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَرْشَادِ
ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ
میں میری جان ہے اگر تمام آسمان وزمین
اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ
سب اور جو چیزیں ان کے درمیان میں
ہیں وہ سب کچھ اور جو کچھ ان کے نیچے ہے وہ
سب کا سب ایک پلٹے میں رکھ دیا جائے
اور لا الہ الا اللہ کا اقرار دوسری جانب
ہو تو وہی قول میں بڑھ جائے گا۔

①۵ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ جُمِعَتْ بِالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ فَوُضِعْنَ فِي كِفَّةٍ لَيُنْزِلَنَّ وَوُضِعَتْ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى لَرَجَعَتْ بِهِنَّ.

اخرجه الطبراني كذا في الدر وهكذا في مجمع الزوائد وزاد في أوله لَقَبُوا
مُؤْتَاكُمُ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ قَالَهَا فِي صُحَّتِهِ قَالَ بِلَيْكِ أَوْجِبُ وَأَوْجِبُ ثُمَّ قَالَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الْحَدِيثُ قَالَ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا ابْنَ

ابى طلحة لوريسع من ابن عباس،

১৫) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ঐ পাক জাতের কসম, যাহার হাতে আমার জ্ঞান, যদি সমগ্র আসমান জমিন ও উহার মাঝে যত মানুষ আছে এবং যত জিনিস উহার মাঝে আছে এবং যাহা কিছু উহার নীচে আছে সমস্তই এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র সাক্ষ্য অপর পাল্লায় রাখা হয় তবু উহাই ওজনে ভারী হইয়া যাইবে। (দুররে মানসূর : তাবারানী)

ফায়দা : এই ধরনের বিষয় বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার পাক নামের সমতুল্য কোন বস্তুই নাই। হতভাগা ও বঞ্চিত ঐ সমস্ত লোক, যাহারা ইহাকে হালকা মনে করে। তবে ইহার মধ্যে ওজন একলাছের দ্বারা পয়দা হয়। একলাছ যত হইবে ততই এই পাক নামের ওজন ওজনী হইবে। এই একলাছই পয়দা করার জন্য সূফী মাশায়েখগণের জুতা সোজা করিতে হয়।

এক হাদীসে উপরোক্ত বিষয়ের পূর্বে আরেকটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এইযে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করমাইয়াছেন, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন কর। কেননা, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় এই কালেমা পড়ে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! যদি কেহ সুস্থ অবস্থায় এই কালেমা পড়ে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তবে তো আরও বেশী জান্নাত ওয়াজেবকারী। ইহার পরই এই কসমযুক্ত বিষয় বলিয়াছেন, যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

بِذَلِكَ بُعِثْتُ رَاٰ اِلٰى ذٰلِكَ اَدْعُوْكَ اَنْزَلَ
 اِلٰهَ تَعَالٰی فِیْ قَوْلِهِمْ قَدْ اٰتٰی شَيْءٌ اَكْبَرُ
 اِشْرَادُ فَرَمٰ اِلَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ زَنَبِیْسُ كُوْنِیْ مَعْبُوْ
 الدّ کے سوا اسی کلمہ کے ساتھ میں معبوث
 ہوا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں
 شَہَادَةُ الْاٰیَةِ
 اسی بارہ میں آیت قَدْ اٰتٰی شَيْءٌ اَكْبَرُ نے شَہَادَةُ نازل ہوئی۔

اخرجه ابن اسحاق وابن المنذر وابن ابى حاتم والشيخ كذا فى الدر المنثور

৬ একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তিনজন কাফের উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ! আপনি কি আল্লাহর সহিত অন্য কোন মাবুদকে জানেন না (মানেন না)? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই)। এই কলেমার সহিত আমি প্রেরিত হইয়াছি, মানুষকে এই কালেমার দিকেই আহ্বান করি, এই সম্পর্কেই আয়াত নাযিল হইয়াছে :
قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً (দুররে মানসূর : ইবনে ইসহাক)

ফায়দা : ‘এই কালেমার সহিত আমি প্রেরিত হইয়াছি’ অর্থাৎ নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি এবং আমি মানুষকে এই কালেমার দিকেই আহ্বান করি। ইহার অর্থ এই নয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহাতে বিশেষত্ব রহিয়াছে। বরং সকল নবীকেই এই একই কালেমার সহিত নবী বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে এবং সকল নবী (আঃ)গণই এই কালেমার দিকে দাওয়াত দিয়াছেন। হযরত আদম (আঃ) হইতে শুরু করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত কোন নবী এমন নাই যিনি এই মোবারক কালেমার দাওয়াত না দিয়াছেন। কতই না বরকতময় ও উচ্চ মর্যাদাশীল এই কালেমা যে, সমগ্র আশ্বিয়ায়ে কেরাম এবং সমস্ত সত্য মাজহাব একই পাক কালেমার দিকে মানুষকে ডাকিয়াছেন এবং ইহারই প্রচার করিয়াছেন। কোন রহস্য তো অবশ্যই আছে, যাহার কারণে কোন সত্য ধর্মই এই কালেমা হইতে খালি নহে। এই কালেমার সত্যতা সম্পর্কেই কুরআনের এই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

قُلْ أَمْرٌ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ

(সূরা আনআম, আয়াত : ১৯)

۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ النَّخَامُ
ابْنُ زَيْدٍ وَقُدُّ بْنُ كَعْبٍ وَبَحْرِيُّ
ابْنُ عَزْرٍ وَفَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ مَا تَعْلَمُ
مَعَ اللَّهِ مَا غَيْرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ইহাতে হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন কোন বান্দা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন আল্লাহ তায়ালা উহার সমর্থন করেন এবং বলেন, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে, আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই।

عَنْ لَيْثٍ قَالَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۝ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمْتُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَشَقُّ النَّاسِ فِي الْمِيزَانِ ذُكْتُ اَسْتَهْمُ بِكِبَرَةٍ تَقْلُتُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (اخْرَجَ الْإِسْبَاهَانِي فِي التَّرغِيبِ كَذَلِكَ)

حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے اعمال دشمن کی ترازویں اس لئے سب سے زیادہ بھاری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمہ کے ساتھ مانوس ہیں جو ان سے پہلے اُمتوں پر بھاری تھا۔ وہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

১৭) হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, মুহাম্মাদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের আমলসমূহ (হাশরের দিন মীজানের পালায় এইজন্য) সবচাইতে বেশী ভারী হইবে যে, তাহাদের জবান এমন এক কালেমায়ে অভ্যস্ত যাহা তাহাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর ভারী ছিল। উহা হইল, কালেমায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (দুররে মানসূর)

ফায়দা : ইহা সুস্পষ্ট যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে কালেমায়ে তাইয়েবার যেরূপ জোর তাকিদ ও অধিক পরিমাণে উহা পাঠ করার প্রচলন রহিয়াছে আর কোন উম্মতের মধ্যে এরূপ অধিক পাঠ করার প্রচলন নাই। সূফী মাশায়েখগণের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ নহে বরং কোটি কোটি পরিমাণ রহিয়াছে। প্রত্যেক শায়খের কমবেশী শত শত মুরীদ আছে। প্রায় সকলেরই কালেমা তাইয়েবার ওজীফা হাজার হাজার সংখ্যায় দৈনিক আমলের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। জামেউল উসূল কিতাবে আছে, ‘আল্লাহ’ শব্দের যিকির ওজীফা হিসাবে কমপক্ষে পাঁচহাজার বার আর বেশীর জন্য কোন সীমা নির্ধারিত নাই। আর সূফীগণের জন্য দৈনিক কমপক্ষে পঁচিশ হাজার বার। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরিমাণ সম্পর্কে লিখিয়াছে যে, কমপক্ষে দৈনিক পাঁচ হাজার বার। এই সমস্ত সংখ্যা মাশায়েখদের বিবেচনা অনুযায়ী কম-বেশী হইতে থাকে। আমার উদ্দেশ্য হইল হযরত ঈসা (আঃ) এর সমর্থনে মাশায়েখগণের ওজীফার একটি অনুমান পেশ করা যে, এক একজনের জন্য দৈনিক ওজীফার পরিমাণ কমপক্ষে এইরূপ বলা হইয়াছে।

আমাদের হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ) ‘কাওলে জামীল’ কিতাবে তাঁহার পিতার উক্তি নকল করিয়াছেন যে, আমি আমার আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় এক নিঃশ্বাসে দুইশত বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতাম।

শায়খ আবু ইয়াজিদ কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে সে দোযখের আগুন হইতে নাজাত পাইয়া যায়। আমি এই খবর শুনিয়া এক নেছাব অর্থাৎ সত্তর হাজার বার আমার স্ত্রীর জন্য পড়িলাম এবং কয়েক নেছাব আমার নিজের জন্য পড়িয়া আখেরাতের সম্বল করিয়া রাখিলাম। আমাদের নিকট এক যুবক থাকিত। তাহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহার কাশফ হয় এবং জান্নাত-জাহান্নামও সে দেখিতে পায়। ইহার সত্যতার ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। একবার সেই যুবক আমাদের সহিত খাওয়া-দাওয়ায় শরীক ছিল, এমতাবস্থায় হঠাৎ সে চিংকার দিয়া উঠিল এবং তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইল এবং সে বলিল, আমার মা দোযখে জ্বলিতেছে, আমি তাহার অবস্থা দেখিতে পাইয়াছি। কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আমি তাহার অস্থির অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলাম। আমার খেয়াল হইল যে, একটি নেছাব তাহার মার জন্য বখশিয়া দেই। যাহা দ্বারা তাহার সত্যতার ব্যাপারেও আমার পরীক্ষা হইয়া যাইবে। সুতরাং আমার জন্য পড়া সত্তর হাজারের নেছাবসমূহ হইতে একটি নেছাব তাহার মার জন্য বখশিয়া দিলাম। আমি আমার অন্তরে গোপনেই বখশিয়াছিলাম এবং আমার এই পড়ার খবরও আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও ছিল না। কিন্তু ঐ যুবক তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিল, চাচা! আমার মা দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এই ঘটনা হইতে আমার দুইটি ফায়দা হইল, একটি—সত্তর হাজার বার কালেমা তাইয়েবা পড়ার বরকত সম্পর্কে যাহা আমি শুনিয়াছি উহার অভিজ্ঞতা আর দ্বিতীয়টি যুবকের সত্যতার একীন হইয়া গেল।

ইহা তো একটি মাত্র ঘটনা, না জানি এই উম্মতের নেককার লোকদের এই ধরনের কত অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যাইবে। সূফীগণের পরিভাষায় একটি সাধারণ জিনিস ‘পাছ আনফাছ’ অর্থাৎ ইহার অভ্যাস করা যে, একটি শ্বাসও যেন আল্লাহর যিকির ব্যতীত না ভিতরে যায়, না বাহিরে আসে। উম্মতে মুহাম্মাদীর কোটি কোটি লোক এমন রহিয়াছেন যাহাদের এই অভ্যাস হাসিল রহিয়াছে। ইহার পর হযরত ঈসা (আঃ) এর এই এরশাদের ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকিতে পারে যে, তাহাদের জবান এই

۱۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْمَجَنَّةِ رِجْئِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا أَعَذِّبُ مَنْ قَالَهَا.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازہ پر یہ لکھا ہوا ہے رِجْئِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا أَعَذِّبُ مَنْ قَالَهَا میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں جو شخص اس (کلمہ) کو کہتا رہے گا میں اس کو عذاب نہیں کروں گا۔

(اخرجه ابو الشیخ کذا فی الدن)

(১৮) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, জান্নাতের দরজায় লিখিত আছে যে— **أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا أَعَذِبُ مَنْ قَالَهَا**
 আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই, যে ব্যক্তি এই (কালেমা) বলিতে থাকিবে আমি তাহাকে আযাব দিব না।

(দুররে মানসূর : আবু শাইখ)

ফায়দা ও গোনাহের কারণে আজাব হওয়ার বিষয় অন্যান্য হাদীসে অনেক বেশী আসিয়াছে। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা যদি চিরস্থায়ী আজাব উদ্দেশ্য হয়, তবে তো কোন প্রশ্ন থাকে না। আর যদি কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এরূপ একলাসের সহিত এই কালেমার নিয়মিত পাঠকারী হয় যে, গোনাহ থাকা সত্ত্বেও তাকে মোটেও আজাব দেওয়া না হয় তবে ইহাও আল্লাহর রহমতের কাছে অসম্ভব নয়। যেমন ১৪নং হাদীসে বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৯নং হাদীসেও কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

۱۹ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي مَنْ جَاءَنِي مِنْكُمْ بِشَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِالْإِخْلَاصِ دَخَلَ فِي حَضْرَتِي وَمَنْ دَخَلَ حَضْرَتِي أَمِنَ عَذَابِي۔

حضرت ابو جبریل علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو جائے گا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے مامون ہوگا۔

لاخرجه بالتَّعْيِيمِ فِي الْحَلِيَّةِ كَذَا فِي الدَّرَوَائِنِ عَسَاكَرُ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَفِيهِ

الصَّابِرُ رَوَى الشَّيْخُ الرَّازِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَرَقِعَ لَهُ بِالصَّحَّةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَتَبَانَ بْنِ مَالِكٍ يُلْفِظُ
إِنَّ اللَّهَ فَدَحَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ رَوَاهُ الثَّيْمَانِيُّ
وَعَنْ ابْنِ عَسَى يُلْفِظُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللَّهِ
وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رواه ابن ماجه)

(১৯) হযূর সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ) হইতে নকল করেন যে, আল্লাহ জাল্লা জালানুহু এরশাদ ফরমান, আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। অতএব আমারই এবাদত কর। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দিয়া আসিবে সে আমার দুর্গে প্রবেশ করিবে। আর যে আমার দুর্গে প্রবেশ করিবে সে আমার আজাব হইতে নিরাপদ হইবে। (দুররে মানসূর ৪ হিলিয়া)

ফায়দা : যদি ইহাও কবীরা গোনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকার সহিত শর্তযুক্ত হয় যেমন এনং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে তবে তো কোন প্রশ্নই নাই। আর যদি কবীরা গোনাহ সত্ত্বেও এই কালেমা পাঠ করে তবে নিয়মানুযায়ী আজাবের অর্থ চিরস্থায়ী আজাব হইবে। তবে আল্লাহ তায়ালা রহমত নিয়মের অধীন নয়। কুরআন পাকে স্পষ্ট বলা আছে যে, আল্লাহ তায়ালা শিরক মাফ করিবেন না। উহা ব্যতীত যাহাকে চাহিবেন মাফ করিয়া দিবেন। যেমন এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকেই আজাব দেন যে আল্লাহ তায়ালা সহিত হঠকারিতা করিয়া থাকে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে অস্বীকার করে।

এক হাদীসে আসিয়াছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ তায়ালায় গোশ্বাকে দূর করিতে থাকে যতক্ষণ দুনিয়াকে ধ্বিনের উপর প্রাধান্য না দেয় এবং যখন সে দুনিয়াকে ধ্বিনের উপর প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করে আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, তুমি তোমার দাবীতে সত্যবাদী নও।

(۲۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ
الدَّعَاءِ أَلَا سَتَعْلَمُونَ قَدْ قَرَأَ فَاَعْلَمَانَهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ الْآيَةُ

(اخرجہ الطبرانی وابن مردويه والديلى كذا فى الدرر والجامع الصغير برواية الطبرانى ما من الذكى افضل من لا اله الا الله ولا من الدعاء افضل من الاستغفار ورقوله بالحن)

(২০) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, সমস্ত যিকিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর সমস্ত দোয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল এস্তেগফার। অতঃপর ইহার সমর্থনে সূরা মুহাম্মাদ-এর আয়াত তেলাওয়াত করেন—

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(দুররে মানসূর : তাবারানী)
ফায়দা : এই পরিচ্ছেদের সর্বপ্রথম হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমস্ত যিকিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ সূফীগণ লিখিয়াছেন, দিল পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে এই যিকিরের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহার বরকতে দিল সমস্ত ময়লা হইতে পবিত্র হইয়া যায়। আর যখন ইহার সহিত এস্তেগফারও शामिल হইয়া যায় তবে তো কোন কথাই নাই। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত ইউনুস (আঃ)কে যখন মাছ খাইয়া ফেলে তখন উহার পেটে থাকা অবস্থায় তাহার দোয়া ছিল—

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(সূরা আন্বিয়া, আয়াত : ৮৭)
(লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায-যালিমীন।) যে কোন ব্যক্তি এই শব্দগুলির সাহায্যে দোয়া করিবে উহা অবশ্যই কবুল হইবে।

এই পরিচ্ছেদের সর্বপ্রথম হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম যিকির হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিন্তু সেখানে সর্বোত্তম দোয়া ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলা হইয়াছিল আর এখানে এস্তেগফার বর্ণিত আছে। এই ধরনের পার্থক্য অবস্থাভেদে হইয়া থাকে। যেমন, একজন মুত্তাকী পরহেজগার ব্যক্তির জন্য ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ সর্বশ্রেষ্ঠ, আর একজন গোনাহগার যেহেতু তওবা ও এস্তেগফারেরই বেশী মোহতাজ, কাজেই তাহার জন্য এস্তেগফারই সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ছাড়া শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টিও বিভিন্ন কারণে হইয়া থাকে। লাভ অর্জনের জন্য আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা সবচেয়ে বেশী কার্যকর। আর ক্ষতি ও অসুবিধা দূর করার জন্য এস্তেগফার সবচাইতে বেশী উপকারী। ইহা ছাড়া এই ধরনের পার্থক্যের আরও কারণ রহিয়াছে।

(২১) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الْإِلَهَ الْأَلَا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ فَكَثُرُوا مِنْهُمَا فَإِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَمَلَكْتُ النَّاسَ بِالذُّنُوبِ وَأَهْلَكُوهُنَّ بِذِكْرِ اللَّهِ الْإِلَهَ الْأَلَا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَهْلَكْتُهُمْ بِالْأَهْوَاءِ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

حضرت ابو بکر صدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انھوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، تو میں نے ان کو ہوا نفس (یعنی بدعات) سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔

(اخرجہ البیہقی كذا فى الدرر والجامع الصغير ورقوله بالضعف)

(২১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এস্তেগফার খুব বেশী করিয়া পড়। কেননা, শয়তান বলে, আমি মানুষকে গোনাহ দ্বারা ধ্বংস করিয়াছি আর মানুষ আমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও এস্তেগফার দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। যখন আমি দেখিলাম (যে, কিছুই তো হইল না) তখন আমি তাহাদিগকে নফসানী খাহেশাত (অর্থাৎ বেদআত) দ্বারা ধ্বংস করিয়াছি। অথচ তাহারা নিজেদেরকে হেদায়েতের উপর আছে বলিয়া মনে করিতে রহিল। (দুররে মানসূর : আবু ইয়াল্লা)

ফায়দা : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এস্তেগফার দ্বারা ধ্বংস করার অর্থ হইল, শয়তানের চরম উদ্দেশ্য হইল অন্তরকে স্বীয় বিষে বিষাক্ত করা। (ইহার আলোচনা প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৪৮ নং হাদীসে গিয়াছে।) আর এই বিযক্রিয়া তখনই হয় যখন অন্তর আল্লাহর যিকির হইতে খালি থাকে, তা না হইলে শয়তানকে লাঞ্চিত হইয়া অন্তর হইতে ফিরিয়া যাইতে হয়। তদুপরি আল্লাহর যিকির অন্তর পরিষ্কারের উপায়। যেমন মিশকাত শরীফে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, প্রত্যেক জিনিসের জন্য পরিষ্কার করার বস্তু থাকে, অন্তর পরিষ্কার করার বস্তু হইল আল্লাহর যিকির। এমনিভাবে এস্তেগফার সম্পর্কেও অনেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা দিলের ময়লা এবং মরিচা দূর করে। আবু আলী দাঙ্কাক (রহঃ) বলেন, বান্দা যখন এখলাসের

সহিত লা ইলাহা বলে তখন দিল একদম পরিষ্কার হইয়া যায় (যেমন ভিজা কাপড় দ্বারা আয়না মুছিলে হয়)। অতঃপর যখন ইল্লাল্লাহ বলে, তখন পরিষ্কার অন্তরে উহার নূর প্রকাশিত হয়। এই অবস্থায় ইহা সুস্পষ্ট যে, শয়তানের সমস্ত চেষ্টাই বেকার হইয়া গেল এবং সমস্ত মেহনত ব্যর্থ হইল।

‘নফসানী খাহেশ’ দ্বারা ধ্বংস করার অর্থ হইল, নাহককে হক মনে করিতে থাকে এবং দিলে যাহা আসে উহাকেই দীন ও ধর্ম বানাইয়া নেয়। কুরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় ইহার নিন্দা করা হইয়াছে। এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে :

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوٰهٗ هُوَہٗ وَاصْلًاۙ وَاللّٰهُ عَلٰی عِلْمٍ وَّخَمَرَ عَلٰی سُوْعِهِۦ وَقَلْبِهٖۙ

وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهٖۙ غِشًاۙ وَكَفَّۙ بَصَرِهٖۙ مِنْۢ بَدۡءِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَۙ

আপনি কি ঐ ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়াছেন, যে নফসানী খাহেশকে নিজের খোদা বানাইয়া রাখিয়াছে। আকল-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাহাকে গোমরাহ করিয়াছেন, তাহার কান ও দিলের উপর মোহর লাগাইয়া দিয়াছেন এবং চোখের উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছেন (ফলে সে সত্য কথা শুনে না, সত্য দেখে না এবং সত্য বিষয় তাহার অন্তরে প্রবেশ করে না) সুতরাং আল্লাহ (গোমরাহ কবুল) পর কে হেদায়েত করিতে পারে? তবুও কি তোমরা বুঝ না? (সূরা জাছিয়া, আয়াত : ২৩)

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

وَمَنْ اَصْلًا مِّنْ اٰتِیَعِۙ هَوٰہٗ یَغْیْرِہٗۙ هٰذَا الَّذِیۡ لَیْسَ بِہٖۙ اِلٰہٌۙ اِلَّا نَعْبُدُہٗۙ

এমন ব্যক্তি হইতে অধিক গোমরাহ আর কে হইবে যে আল্লাহর পক্ষ হইতে (তাহার নিকট) কোন প্রমাণ ছাড়া আপন নফসের খাহেশের উপর চলে। আল্লাহ তায়ালা এরূপ জালেমদিগকে হেদায়েত করেন না।

(সূরা কাসাস, আয়াত : ৫০)

আরও বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শয়তানের অত্যন্ত কঠিন হামলা যে, সে বে-দীনিকে দীনের রূপ দিয়া বুঝাইয়া দেয় এবং মানুষ উহাকে দীন মনে করিয়া করিতে থাকে এবং উহার উপর সওয়াবের প্রত্যাশী হইয়া থাকে। আর যখন উহাকে সে ইবাদত এবং দীন মনে করিয়া করিতেছে, তখন উহা হইতে তওবা কিভাবে করিবে। যদি কোন ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি গোনাহের কাজে লিপ্ত থাকে তবে কোন না কোন সময় তওবা করার এবং বর্জন করার আশা

করা যায়। কিন্তু যখন কোন নাজায়েয কাজকে সে এবাদত বলিয়া মনে করে তবে উহা হইতে তওবা কেন করিবে এবং কেন উহা বর্জন করিবে ; বরং দিন দিন সে উহাতে আরও উন্নতি করিবে। শয়তানের এই কথা বলার ইহাই অর্থ যে, আমি তাহাকে পাপের কাজে লিপ্ত করি কিন্তু সে তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা আমাকে কষ্ট দিতে থাকে। এখন আমি তাহাকে এমন জালে আটকাইয়া দিয়াছি যে, উহা হইতে সে আর কখনও বাহির হইতে পারিবে না। তাই দীনের প্রত্যেকটি কাজে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের তরীকাকেই আপন রাহবর ও পথপ্রদর্শক বানানো অত্যন্ত জরুরী। পক্ষান্তরে সুন্নতের খেলাফ কোন পন্থা যদি গ্রহণ করি, তবে নেকী বরবাদ ও গোনাহ নিশ্চিত হইবে।

ইমাম গাযালী (রহঃ) হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়েত পৌছিয়াছে যে, শয়তান বলে, আমি উম্মতে মুহাম্মাদীর সামনে গোনাহসমূহকে সুসজ্জিত করিয়া পেশ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের এস্তেগফার আমার কোমর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অতঃপর তাহাদের সামনে আমি এমন গোনাহের কাজ পেশ করিয়াছি, যাহাকে তাহারা গোনাহ মনে করে না ; উহা হইতে এস্তেগফার করার প্রয়োজন বোধ করে না। আর উহা হইল ঐ সকল বেদআত, যাহা তাহারা দীন মনে করিয়া করে।

ওহাব ইবনে মুনাবিহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহকে ভয় কর ; তুমি মানুষের সম্মুখে শয়তানকে লানত কর অথচ চুপে চুপে তাহার আনুগত্য কর আর তাহার সহিত বন্ধুত্ব কর। কোন কোন সূফী-সাধক হইতে বর্ণিত আছে—ইহা কত বড় আশ্চর্যের কথা যে, মেহেরবান মনিব আল্লাহ তায়ালায় অফুরন্ত নেয়ামতসমূহ জানার এবং স্বীকার করার পরও তাহার নাফরমানী করা হয় আর শয়তানের শত্রুতা সত্ত্বেও এবং তাহার প্রতারণা, অবাদ্যতা জানা সত্ত্বেও তাহার আনুগত্য করা হয়।

حُضُرُ اَقْدَسُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ کَا اِشَادَہٗ
کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لا الہ
الا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ کی کچھ دلی سے
شہادت دیتا ہو، ضرور جنت میں داخل
ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور
اُس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمادیں گے۔

۲۲ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ لَا یَمُوْتُ
عَبْدٌ یَّشْہَدُ اَنَّ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اَنَّ
رَسُوْلَ اللّٰہِ یَرْجِعُ ذٰلِکَ اِلٰی قَلْبِ مُؤْمِنٍ
اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ فِی رَوَاۤیَہِ الْاَعْفَرُ اللّٰہُ
لَہٗ۔

(اخرجه احمد والنسائي والطبراني والترمذي في نوادر الاصول وابن مردويه والبيهقي والاسماء والصفات كذا في الدرر ابن ماجه وفي الباب عن عمر بن الخطاب عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته موقفاً من ثلثه حرم الله على الثار رواه البزار وروعه في الجامع بالصحة وفيه أيضاً برواية البزار عن أبي سعيد عن قتادة قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة ورفعه له بالصحة)

২২ ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে কোন ব্যক্তি খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্যদান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অপর এক হাদীসে আছে, অবশ্যই আল্লাহ তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন।

(দুররে মানসূর : আহমদ, নাসাঈ)

ফায়দা : ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সহীহ হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং অন্যদেরকে সুসংবাদ শুনাইয়া দাও যে, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুকে স্বীকার করে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

আল্লাহ তায়ালায় কাছে এখলাসের কুদর রহিয়াছে ; এবং এখলাসের সহিত সামান্য আমলও অনেক বেশী আজর ও সওয়াব রাখে। মানুষকে দেখানো বা মানুষকে খুশী করার উদ্দেশ্যে কোন আমল করিলে উহা আল্লাহর দরবারে শুধু বেকার নয় ; বরং উহা আমলকারী ব্যক্তির জন্য ধ্বংসেরও কারণ। কিন্তু এখলাসের সহিত সামান্য আমলও বহু ফল দান করে। অতএব, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত কালেমায়ে শাহাদাত পড়িবে তাহাকে অবশ্যই ক্ষমা করা হইবে এবং সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে—ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। হাঁ, হইতে পারে যে, সে ব্যক্তি নিজ গোনাহের কারণে কিছুদিন শাস্তিভোগ করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে ; কিন্তু ইহাও জরুরী নহে। কোন খাঁটি বান্দার এখলাস যদি মালেকুল মূলক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট পছন্দ হইয়া যায়, তাহার কোন খেদমতই যদি পছন্দ হইয়া যায়, তবে তিনি সমস্ত গোনাহই মাফ করিয়া দিতে পারেন। এমন মহান দাতা ও দয়ালু খোদার জন্য যদি আমরা কুরবান হইতে না পারি তবে ইহা কত বড় বঞ্চনা !

মোটকথা, এই সমস্ত হাদীস শরীফে কালেমা তাইয়েবা পাঠকারীর জন্য অনেক কিছুই ওয়াদা রহিয়াছে। যাহাতে উভয় প্রকার সম্ভাবনাই আছে—নিয়ম হিসাবে গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর ক্ষমা পাওয়া, অথবা দয়া,

মেহেরবানী, এহসান ও শাহী দান হিসাবে শাস্তি ছাড়াই ক্ষমা পাওয়া।

ইয়াহুয়া ইবনে আকছাম (রহঃ) একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁহার ইস্তিকালের পর জনৈক ব্যক্তি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অবস্থা কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর দরবারে আমাকে হাজির করা হইলে ; আমাকে বলিলেন, হে গোনাহগার বুড়া ! তুমি অমুক কাজ করিয়াছ, অমুক কাজ করিয়াছ, এইভাবে আমার গোনাহসমূহ গণনা করা হইল এবং বলা হইল যে, তুমি এমন এমন কর্ম করিয়াছ। আমি আরজ করিলাম, আয় আল্লাহ ! আমার নিকট কি আপনার পক্ষ হইতে এই হাদীস পৌছে নাই? এরশাদ হইল, কি হাদীস পৌছিয়াছে? আমি আরজ করিলাম, আমার নিকট আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট মা'মার (রহঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট জুহরী (রহঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট ওরওয়াহ (রহঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট আয়েশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট আপনি বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বৃদ্ধ হয় আমি তাহাকে (তাহার আমলের কারণে) শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিলেও তাহার বার্বাক্যের কারণে লজ্জা করিয়া মাফ করিয়া দেই।” আর আপনি জানেন যে, আমি বৃদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইলেন, আবদুর রাজ্জাক সত্য বলিয়াছে, মা'মারও সত্য বলিয়াছে, যুহরীও সত্য বলিয়াছে, উরওয়াহ—ও সত্য বর্ণনা করিয়াছে, আয়েশাও সত্য বলিয়াছে, নবীও সত্য বলিয়াছে, জিবরাঈলও সত্য বলিয়াছে এবং আমিও সত্য বলিয়াছি। ইয়াহুয়া (রহঃ) বলেন, অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করার আদেশ করিলেন।

عَنْ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ إِلَّا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَدَعَاءُ الْوَالِدِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ إِلَّا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَدَعَاءُ الْوَالِدِ

(اخرجه ابن مردويه كذا في الدرر وفي الجامع الصغير برواية ابن النجار وروعه بالضعف وفي الجامع الصغير برواية الترمذي عن ابن عمر وروعه بالضعف كذا في نسخة الميزان والحمد لله تبارك ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه)

(أخرجهم أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي في الاسماء والصفات كذا في الدر)

বিভিন্ন হাদীসে এইরূপ বান্দাদেরও আলোচনা আসিয়াছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক কোন কোন ব্যক্তিকে বলিবেন, তুমি অমুক গোনাহ করিয়াছ, অমুক গোনাহ করিয়াছ, এইভাবে যখন অনেক গোনাহ উল্লেখ করিবেন। আর সে মনে করিবে যে, আমি তো ধ্বংস হইয়া গিয়াছি এবং স্বীকার করা ব্যতীত কোন উপায় থাকিবে না, তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার অপরাধ গোপন রাখিয়াছি আজও গোপন রাখিব। যাও তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। এইরূপ অনেক ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই ঐ সকল জাকেরীনদের জন্যও যদি এই ধরনের ব্যবহার হয় তবে উহা অসম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নামের মধ্যে বড় বরকত ও কল্যাণ রহিয়াছে। সুতরাং যত বেশী আল্লাহর নাম স্মরণ করা যায় উহাতে অবহেলা করা উচিত নয়। বড়ই সৌভাগ্যবান ঐসব লোক যাহারা এই কালেমার বরকত বঝিয়াছে এবং এই যিকিরের মধ্যেই জীবন কাটাইয়া দিয়াছে।

حضرت طاہرہؓ کو لوگوں نے دیکھا کہ نہایت غمگین بیٹھی ہیں کسی نے پوچھا کیا بات ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اُس سے ہٹ جاتے اور رنگ جھکنے لگے اور خوشی کا منظر دیکھے مگر مجھے حضور صلی اللہ

(٢٥) عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَى طَلْحَةَ حَزِينًا
فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا
عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ
كَرِيمَةً وَأَشْرَقَ لَوْنُهُ وَرَأَى مَا يَرَى

وَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا إِلَّا الْقُدْرَةُ
عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
لَا عَلَمَ لَهَا قَالَتْ فَجَاهِي قَالَتْ لَا نَعْلَمُ
كَلِمَةً هِيَ أَغْضَوْهُ مِنْ كَلِمَةٍ أَمَرَ
بِهَا عُمَرُ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فَجَاهِي
وَاللَّهِ هِيَ -
نہ ہوتی (اُس کا رنج، مورہا ہے) حضرت
عمرؓ نے فرمایا مجھے معلوم ہے طلحہ (خوش بو
کس کہنے لگے کیا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا
ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑھا
ہوا نہیں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے چچا ابوطالب پر پیش کیا تھا اور وہ ہے لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فرمایا اللہ ہی ہے واللہ
یہی ہے۔

(اخرجه اليه في الاسماء والصفات كذا في الدرر قلت اخرجها الحاكم وقال صحيح على
شرط الشيخين واقوة عليه الذهبي واخرجه احمد واخرج ايضا من مسند عمر بن الخطاب
بزيادة فيهما واخرجه ابن ماجة عن يحيى بن طلحة عن امه وفي شرح الصدور للسيوطي و
اخرج ابو يعلى والحاكم ليسد صحيح عن طلحة وعمر قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول اني اعلم كلمة الحديث)

(۲۴) ایک دن لوک جن دہیتے پائل یے، ہر رت تالہا (راہیہ) بیض منے بسیا رھیاھن۔ کہہ جیسا کرل، کی ہئیایہ؟ تینی اوتور کرلن، آمی ہیر سالللاھ آلائیہ ویا سالللامکے بلیتے شنیلاھلام : آمار امن اکی کالاما آنا آھے، یے بآکی مآور سمی اھا پڈیے تاہار مآورکٹ دیر ہئیایا یایے۔ تاہار رۛ اھل ہئیے اھیکے اے آنانددایک دہی دہیتے پاییے۔ کینٹ اامی اھل کالاما سمنکے ہیر سالللاھ آلائیہ ویا سالللامکے جیسا کریتے پارل نای۔ (تای منکھن آاھل) ہر رت امر (راہیہ) بللن، آمار ا کالاما آنا آھے۔ ہر رت تالہا (راہیہ) آناندیت ہئیایا جیسا کریتے لایلن، اھا کی؟ ہر رت امر (راہیہ) بللن، آمار آنا آھے، اھا ہئیے شل کون کالاما نای، یاھا تینی سہی اا آا آا آالےکے مآور سمی یش کرللاھلن، اراۛ لا اھلا اھلا۔ ہر رت تالہا (راہیہ) بللن، آلاھر کسم اھای، آلاھر کسم، اھای سہی کالاما۔

(دورے مانسور : باہاکی : آاسما۔ ااکم)

فایدا : کالاماے ائیےبا یے یشور نیر و آناند اھا بھ

ہادیس آارا آنا یا و بوا یا۔ اافہ اہن ہر (رہہ) 'موناہہہات' کتاہے ہر رت آا بکر (راہیہ) ہئیے برنا کرللاھن، پااٹ اھکار آاے اے اھار آنا پااٹ اھار رھیاھے۔ اک، دنیار مہببب اھکار : اھار اراگ اکاا۔ دہی، آناہ اھکار : اھار اراگ اکاا۔ تین، کبر اھکار : اھار اراگ، لا اھلا اھلا مھامادور راسولللاھ۔ اار، آاھراا اھکار : اھار اراگ نک آامل۔ پاا، یشلراا اھکار : اھار اراگ اکلن۔

ہر رت رابہا آادبیا (رہہ) بآااا الی اھلن۔ سارااا تینی نااماے مشااا ااکیتن۔ سوبہ سادکے یر سامانہ اکاا ہماہتین۔ اکن ااےر آاکاا آااا ہئیایا یایا اااا اااا پڈیتن اے نیکے ارااا کرللا بلیتن یے، آا کاکال ہماہتے ااکے؟ اا شہی کبرے آاما آاسیتے، سناہ شلااا فاک دےاا یشاا ااکیتے ہئیے۔ اکن مآور سمی آناہیا آاسل، اکن اک آااماکے اسیا کرلن، اھ االیااا یشاا کاپڈے (یاھا تینی اھااااا سمی یشاا کرلن) آاما کافن دیے۔ سوراا اسیاا انویاا اااار کافن دافنر باااا کرل ہل۔ مآور یر سہی آاامہ اھااے اااا اااا لےباا یشاا اباااا سنااا دہیتے پاییا جیسا کرل، آااار سہی االیااا کاپڈ کوااا؟ یاھااے آااا کافن دےاا ہئیایل۔ تینی بللن، اھا ااا کرللا آمار آاملسمہر سہی راکاا دےاا ہئیایہ۔ آاامہ آاادن کرل یے، آاما کون نسیا کرل۔ تینی بللن، آلااااا یرکیر اااا پار کریتے ااک۔ اھااے اامی کبرے اااااااااا ہئیایا یایے۔

(۲۴) عَنْ عُمَانَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنِي ثَوْبِي حَزَنًا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْغِضُهُمْ يُوسُوسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكَنتَ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مِّنْ عَلَى عُمَرَ وَسَلَّمَ فَلَمَّا شَعُرَ بِهِ فَاسْتَكَى عُمَرَ إِلَى ابْنِي بَكْرٍ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ عَلَيَّ جَمِيعًا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رومی فیلہ کے وصال کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس قدر سخت صدمہ تھا کہ بہت سے مختلف طور کے وساوس میں مبتلا ہو گئے تھے حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان ہی لوگوں میں تھا جو وساوس میں گھرے ہوئے تھے حضرت عمرؓ میرے پاس اشریں

لائے مجھے سلام کیا مگر مجھے مطلق پستہ نہ چلا
 انہوں نے حضرت ابو بکرؓ سے شکایت کی
 کہ عثمانؓ بھی بظاہر خفا ہیں کہ میں نے سلام
 کیا انہوں نے جواب بھی دیا اس کے بعد
 دونوں حضرات اکٹھے تشریف لائے اور سلام
 کیا اور حضرت ابو بکرؓ نے دریافت فرمایا کہ تم
 نے اپنے بھائی عمرؓ کے سلام کا جواب بھی نہ دیا
 کیا بات ہے میں نے عرض کیا کہ میں نے تو
 ایسا نہیں کیا حضرت عمرؓ نے فرمایا ایسا ہی ہوا
 میں نے عرض کیا کہ مجھے تو آپ کے آنے کی
 بھی خبر نہیں ہوئی کہ کب آتے نہ سلام کا پتہ
 چلا حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا سچ ہے ایسا ہی
 ہوا ہو گا غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہو گے
 میں نے عرض کیا واقعی میں ایک گہری سوچ
 میں تھا حضرت ابو بکرؓ نے دریافت فرمایا
 کیا تھا میں نے عرض کیا حضورؐ کا وصال ہو
 گیا اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھ لیا کہ اس کام کی
 نجات کس چیز میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پوچھ چکا ہوں میں اٹھا
 اور میں نے کہا تم پر میرے دل باپ قربان واقعی تم ہی زیادہ متقی تھے اس کے دریافت کرنے
 کے کہ دین کی ہر چیز میں آگے بڑھنے والے ہو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میں نے حضورؐ سے
 دریافت کیا تھا کہ اس کام کی نجات کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے
 جس کو میں نے اپنے چچا ابوطالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں
 نے رد کر دیا تھا، وہی کلمہ نجات ہے۔

رواہ احمد کذا فی مشکوٰۃ فی مجمع الزوائد رواہ احمد والطبرانی فی الاوسط باختصار
 و ابو یعلیٰ بتمامہ و البزار بنحوہ و فیہ رجل لم یسلم لکن الزہری وقتلہ و ابیہ
 اہ قلت و ذکر فی مجمع الزوائد لہ متابعات بالفاظ متقاربتہ

۲۷) ہضور ساللااللاھ آلالاھلھ ویاساللاالامەر ائئئکالەر समय
 ساہاواے کەرام (راہیہ) ائ بئشئ شاکاھئ ہئیا پڈیالاھلنن یہ
 انئکئہل بیلئن اراک اوس ویااسا ی لئط ہئیا پڈلنن۔ ہضرات
 وسان (راہیہ) بلنن، آمئ و سئ وسانسا ی لئط لئکدئر مائہ
 آلام۔ ہضرات ومار (راہیہ) آمار نئکٹ آاسیا سالام کرلنن
 کئئٹ آمئ مائٹٹ وپلکئ کرئٹہ پارئ ناہل۔ ئنئ ہضرات آابو بکر
 (راہیہ) ائر نئکٹ ائبئوگ کرلنن (یہ، وسان (راہیہ) کئٹ وسانسٹ
 مئن ہئٹئٹہ۔ کئنا، آمئ تاہاکہ سالام دئیاآئ، ئنئ سالامئر
 وئور پارسط دئن ناہل)۔ ائٹٹار تاہارا دؤہئنہل آمار نئکٹ تشریف
 آانلنن اوائ سالام کرلنن۔ ہضرات آابو بکر (راہیہ) آاماکہ
 آئآاسا کرلنن یہ، تومئ تومار باہل ومارئر سالامئر آباب دئل
 نا (ہئار کارا کئ)؟ آمئ آارآ کرلام، کئ آمئ تئ ائہرر کر
 ناہل۔ ہضرات ومار (راہیہ) بللنن، نئشأ کرئیاآئن۔ آمئ
 بللام، آپانئ کئن آاسیاآئن با سالام کرئیاآئن وہا آمئ
 مائٹٹ وپلکئ کرئٹہ پارئ ناہل۔ ہضرات آابو بکر (راہیہ) بللنن،
 ٹئک آاآئ ائمنہل ہئیا آاکئبئ؛ آپانئ ہضرات کئن گئئر آئئئام مائ
 آلنن۔ آمئ بللام، آئہا آمئ گئئر آئئئام مائ آلام۔ ہضرات
 آابو بکر (راہیہ) بللنن، تاہا کئ آل؟ آمئ آارآ کرلام،
 ہضور ساللااللاھ آلالاھلھ ویاساللاالامئر ائئئکال ہئیا گئل ائآ ائ
 کآئر ناآائ کئسئر مائہ سئ کئ تاہاکہ آئآاسا کرئیا راآئٹہ
 پارئ ناہل۔ ہضرات آابو بکر (راہیہ) بللنن، آمئ آئآاسا کرئیا
 راآئیاآئ۔ ائ کئ شئئا آمئ وئئیا داڈائلام اوائ بللام،
 آپانار وپار آمار ما-واپ کوربان ہون، ائ کئ آئآاسا کرار
 آپانئہل وپاؤؤ بآآئ آلنن (کئنا، آپانئ دئئر اراؤک کآئ
 اراگامئ)۔ ہضرات آابو بکر (راہیہ) بللنن، آمئ ہضور ساللااللاھ
 آلالاھلھ ویاساللاالامکہ آئآاسا کرئیاآلام، ائ کآئر ناآائ
 کئسئ پاویا یاہئ؟ ہضور ساللااللاھ آلالاھلھ ویاساللاالام فرمائئلنن،
 یئہل بآآئ ائ کالئماکہ اراھن کرئبئ یاہا آمئ آپان آاآا (آابو
 تالئئر وپار تاہار مائور समय) پئش کرئیاآلام، آار ئنئ وہا
 کرئیا دئیاآلنن وہا ائ اکمائ ناآائئر کالئمما (مئشاکائ : آامم)

فایادا : 'وس ویااسا' ی لئط ہوئار اراہلھل، ساہاواے کئرام سئہ
 समय ائآاآئک شاک و دؤٹہ ائ بئشئ پئرئشان ہئیا گیاآلنن یہ،
 ہضرات ومارئر مات بڈ و باہادور ساہابی و تربارئ ہائے داڈائلما

বলিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি বলিবে যে, নবীজীৱ ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে তাহাৰ গৰ্দান উড়াইয়া দিব, হযূৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপন মাওলাৰ সহিত সাক্ষাৎ কৰিতে গিয়াছেন, যেমন হযরত মূসা (আঃ) তূৱ পাহাড়ে গিয়াছিলেন। কোন কোন সাহাবীৰ এই ধাৰণা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল যে, এখন দীন খতম হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে কৰিতেছিলেন, দ্বীনেৰ উন্নতিৰ আৰ কোন সুযোগ হইবে না। অনেকে একেবাৰেই নিশ্চুপ ছিলেন। মুখে কোন কথাই আসিতেছিল না। একমাত্র হযরত আবু বকর (রাযিঃ) সক্ৰিয় ছিলেন, যিনি হযূৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৰ প্ৰতি চৰম এশক ও মহব্বত থাকা সত্ত্বেও ঐ সময় অটল ও দৃঢ়পদ ছিলেন। তিনি উচুস্বৰে খোতবা দিলেন। উহাতে তিনি এই আয়াত পড়িলেন : “وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ” যাহাৰ অৰ্থ হইল : “মুহাম্মদ তো শুধুমাত্র রাসূলই (তিনি হাদা তো নহেন যে, তাঁহাৰ মৃত্যু আসিতেই পারে না)। (সূরা আলি ইমরান, আয়াত : ১৪৪) যদি তাঁহাৰ মৃত্যু হইয়া যায় অথবা তিনি শহীদ হইয়া যান, তবে কি তোমরা (দীন হইতে) ফিৰিয়া যাইবে? আৰ যে ব্যক্তি (দীন হইতে) ফিৰিয়া যাইবে সে আল্লাহ তায়ালাৰ কোন ক্ষতি কৰিতে পাৰিবে না (নিজেরই ক্ষতি কৰিবে)। সংক্ষিপ্ত আকাৰে এই ঘটনা আমি আমাৰ ‘হেকায়াতে সাহাবা’ নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ কৰিয়াছি।

‘এই কাজেৰ নাজাত কিসেৰ মধ্যে’ এই বাক্যটিৰ দুই অৰ্থ। এক এই যে, দ্বীনেৰ কাজ তো বহু ৰহিয়াছে তন্মধ্যে দীন নিৰ্ভৰশীল কোনটিৰ উপৰ যাহা ছাড়া কোন উপায় নাই। এই অৰ্থ অনুযায়ী উত্তৰ খুবই পৰিস্কাৰ যে, দ্বীনেৰ সম্পূৰ্ণ ভিত্তিই হইল কালেমায়ে শাহাদাতেৰ উপৰ এবং ইসলামেৰ মূলই হইল কালেমায়ে তাইয়েবাহ। দ্বিতীয় অৰ্থ হইল, এই কাজে অৰ্থাৎ দ্বীনেৰ কাজে অনেক জটিলতাও দেখা দেয়, বিভিন্ন ওসওয়াসাও ঘিৰিয়া নেয়। শয়তানেৰ প্ৰতিবন্ধকতাও একটি স্বতন্ত্ৰ মুসীবত। দুনিয়াবী প্ৰয়োজনসমূহও নিজের দিকে আকৰ্ষণ কৰে। এমতাবস্থায় নবী কৰীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৰ উজ্জিৰ অৰ্থ হইল, কালেমায়ে তাইয়েবাৰ বেশী বেশী যিকিৰ এই সকল সমস্যাৰ সমাধান। কেননা ইহা এখলাস পয়দা কৰে, অন্তৰ পৰিস্কাৰ কৰে এবং শয়তানেৰ ধ্বংসেৰ কাৰণ হয়। যেমন উপৰে বৰ্ণিত হাদীসসমূহে কালেমা তাইয়েবাৰ অনেক ৰকম আছৰেৰ কথা আলোচনা কৰা হইয়াছে। এক হাদীসে আসিয়াছে, কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীয় পাঠকাৰী হইতে ৯৯ প্ৰকাৰেৰ বিপদ আপদ দূৰ কৰিয়া দেয়। তন্মধ্যে সবচাইতে ছোট বিপদ হইল চিন্তা, যাহা সৰ্বদা

মানুষেৰ উপৰ সওয়াৰ হইয়া থাকে।

حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو شخص اس کو توحید سمجھ کر اخلاص کے ساتھ دل سے (یقین کرتے ہوئے) اس کو پڑھے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے ہرگز۔ عمرؓ نے فرمایا کہ میں بتاؤں وہ کلمہ کیا ہے۔ وہ وہی کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور اس کے صحابہ کو عزت دی۔ وہ وہی تقویٰ کا کلمہ ہے جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب سے ان کے انتقال کے وقت خواہش کی تھی۔ وہ یہاں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی۔

۲۶ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَا أَحَدُ ثَلَاثٍ مَا هِيَ هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ الَّتِي أَعَزَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقْوَى الَّتِي أَلَامَ عَلَيْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّةُ أَبِي بَالِظٍ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(رواه احمد واخرجه الحاكم بهذا اللفظ وقال صحيح على شرطهما واقره عليه الذهبي واخرجه الحاكم برواية عثمان عن عمر مرفوعاً إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وقال هذا صحيح على شرطهما ثم ذكره شاهدان من حديثهما)

২৭ হযরত ওসমান (রাযিঃ) বলেন, আমি হযূৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আমাৰ এমন একটি কালেমা জানা আছে, যদি কেহ হক জানিয়া এখলাসেৰ সহিত অন্তৰেৰ (দৃঢ় বিশ্বাস সহকাৰে) উহা পাঠ কৰে, তবে তাহাৰ উপৰ জাহান্নামেৰ আগুন হাৰাম। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি কি বলিব ঐ কালেমাটি কি? উহা ঐ কালেমা যাহা দ্বাৰা আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল এবং তাঁহাৰ সাহাবীগণকে সন্মানিত কৰিয়াছেন। উহা ঐ তাকওয়াৰ কালেমা যাহাৰ আকাংখা হযূৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা আবু তালেবেৰ মৃত্যুৰ সময় তাহাৰ নিকট হইতে কৰিয়াছিলেন—উহা হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ৰ সাক্ষ্য দেওয়া। (আহমদ, হাকেম)

ফায়দা : হযূৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৰ চাচা আবু তালেবেৰ ঘটনা হাদীস, তফসীৰ ও ইতিহাসেৰ কিতাবসমূহে প্ৰসিদ্ধ। হযূৰ সাল্লাল্লাহু

কিরূপ কাকুতি-মিনতী করিয়াছিলেন, তাহা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে। এইসব রেওয়ায়েতের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। মনিব যাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয় সেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারে। দুনিয়ার নগণ্য মুনিবদের অসন্তুষ্টির কারণে চাকর বাকর ও খাদেমদের উপর কত কি অতিবাহিত হইয়া যায়। আর সেখানে তো সমগ্র বিশ্বের মালিক, রিযিকদাতা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে অসন্তুষ্ট ছিল। তাহাও আবার ঐ ব্যক্তির উপর যাহাকে ফেরেশতাদের দ্বারা সেহদা করা হয় নৈকট্য দান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যত বেশী নৈকট্যপ্রাপ্ত হয় অসন্তুষ্টির প্রভাব তাহার উপর তত বেশী পড়ে যদি না নীচ স্বভাবের হয়। আর তিনি তো নবী ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত আদম (আঃ) এত বেশী ক্রন্দন করিয়াছিলেন, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ক্রন্দন যদি একত্র করা হয়, তবুও উহার সমান হইতে পারে না। তিনি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মাথা উপরের দিকে উঠান নাই। হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, হযরত আদম (আঃ) এর ক্রন্দন যদি সমগ্র দুনিয়ার ক্রন্দনের সহিত তুলনা করা হয়, তবে তাহার ক্রন্দনই অধিক হইবে। এক হাদীসে আছে, যদি তাহার চোখের পানি তাহার সমস্ত আওলাদের চোখের পানির সহিত ওজন করা হয় তবে তাহার চোখের পানিই বেশী হইবে। এমন অবস্থায় তিনি কতভাবে যে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

یاں لب پر لاکھ لاکھ سخن اضطراب میں وال ایک خاموشی تیری سب کے جواب میں

এইদিক হইতে জবানে লাখো লাখ মিনতি ও আহাজারি। কিন্তু আমার সবকিছুর জবাবে সেইদিক হইতে এক নিরবতা।

অতএব আলোচিত রেওয়ায়াতসমূহে যেসব বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে সমষ্টিগতভাবে উহাতে কোন আপত্তির কিছু নাই। তন্মধ্যে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা করা এবং আরশে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লিখিত থাকার বিষয়ও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করিলাম তখন উহার দুই পার্শ্বে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তিনটি লাইন দেখিতে পাইলাম। প্রথম লাইনে ছিল :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

দ্বিতীয় লাইনে ছিল :

مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا وَمَا كُنَّا رَٰبِعًا وَمَا خَلَقْنَا خَيْرًا

(অর্থাৎ, যাহা আগে পাঠাইয়া দিয়াছি (অর্থাৎ, দান-খয়রাত করিয়াছি) উহা পাইয়াছি। যাহা দুনিয়াতে খাইয়াছি তাহাতে লাভবান হইয়াছি। আর যাহা ছাড়িয়া আসিয়াছি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।)

তৃতীয় লাইনে লেখা ছিল :

أُمَّةٌ مُّذْنِبَةٌ ذَرَبَتْ عَفْوَ

(অর্থাৎ, উম্মত গোনাহগার আর আল্লাহ ক্ষমাশীল)

এক বুয়ুর্গ বলেন, আমি হিন্দুস্থানের এক শহরে গেলাম এবং সেখানে একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম, যাহার ফল দেখিতে বাদামের মত। উহা দুইটি খোসা দ্বারা আবৃত। ভাঙ্গিবার পর উহার ভিতর হইতে মুড়ানো একটি সবুজ পাতা বাহির হইয়া আসে। পাতাটি খুলিলে উহাতে লালবর্ণে اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। আমি এই ঘটনা আবু ইয়াকুব শিকারীর নিকট উল্লেখ করিলাম।

তিনি বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। আমি ‘আইলা’ নামক স্থান হইতে একটি মাছ শিকার করিয়াছিলাম। উহার এক কানে লেখা ছিল اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ এবং অপর কানে লেখা ছিল لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

حضرت اسماء بنت زید بن
سے نقل کرتی ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا نام
(جو اسم اعظم کے نام سے عام طور پر مشہور
ہے) ان دو آیتوں میں ہے (بشرطیکہ اخلاص
سے پڑھی جائیں) وَاللَّهُ كُؤَالُ وَاحِدٍ
لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اور الْقَوَّ
ع ۱۴ اور الْقَوَّ اللَّهُ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ (رسال عمران ع ۱)

(۲۹) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ
الشَّكَنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِسْمَاءُ اللَّهِ
الْأَعْظَمُ فِي مَآثِنِ الْآيَاتِينَ
وَاللَّهُ كُؤَالُ وَاحِدٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَالْقَوَّ اللَّهُ لَّا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

(اخرجه ابن ابی شیبہ واحمد والدارمی والترمذی وصححه وابن ماجہ
والبو مسلم الکبیر فی السنن وابن الضریں وابن ابی حاتم والبیہقی فی الشعب کذا
فی الدرر)

(২৯) হযরত আসমা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা বড় নাম (যাহা সাধারণতঃ ইসমে আজম নামে প্রসিদ্ধ) এই দুই আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে। (যদি উহা

এখলাসের সহিত পড়া হয়) :

‘وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ’ ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুও ওয়াহিদ লা-ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানুর রাহীম’ (সূরা বাকারা, রুকু-১৯) এবং ‘اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ’ ‘আলিফ-লাম-মীম আল্লাহ্ লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম’ (সূরা আলি ইমরান, রুকু-১)।

(দূররে মানসুর : আবু দাউদ, তিরমিযী)

ফায়দা : ‘ইসমে আজম’ সম্পর্কে হাদীসের রেওয়ায়াতসমূহে অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিয়া যে কোন দোয়া করা হয় তাহা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। তবে ইসমে আজম নির্ধারণের ব্যাপারে রেওয়ায়াত বিভিন্ন ধরনের বর্ণিত হইয়াছে। আসলে আল্লাহ তায়ালার নিয়ম এই যে, এইরূপ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্পষ্ট রাখিয়া উহাতে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া দেন। যেমন শবে কদরের নির্ধারণ এবং জুমার দিন দোয়া কবুল হওয়ার নির্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। ইহাতে অনেক হেকমত ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। এইগুলি আমি ‘ফাযায়েলে রমযান’ নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছি। তদ্রূপ ইসমে আজমের নির্দিষ্টতা সম্পর্কেও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইহাও একটি যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। আরো অনেক রেওয়ায়াতে এই আয়াতগুলি সম্পর্কে এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, অবাধ্য ও অনিষ্টকারী শয়তানের জন্য এই দুইটি আয়াতের চাইতে কঠিন আর কোন আয়াত নাই। ‘وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ’ হইতে আরম্ভ করিয়া উপরোল্লিখিত শেষ পর্যন্ত।

ইবরাহীম ইবনে দাসমা (রহঃ) বলেন, পাগলামী, বদনজর ইত্যাদি নিরাময়ের জন্য নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলি খুবই উপকারী। যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলি নিয়মিত পাঠ করিবে সে এই ধরনের সমস্যা হইতে নিরাপদ থাকিবে :

(১) ‘وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ’ পূর্ণ আয়াত (সূরা বাকারাহ, রুকু : ১৯)

(২) আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারাহ)

(৩) সূরা বাকারার শেষ আয়াত।

(৪) ‘هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ’ হইতে ‘مُحْسِنِينَ’ পর্যন্ত।

(৫) সূরা হাশরের শেষ আয়াতগুলি : ‘هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ’

হইতে শেষ পর্যন্ত।

আমাদের নিকট এই কথা পৌঁছিয়াছে যে, উপরোক্ত আয়াতগুলি

আরশের কোণে লিখিত আছে। ইবরাহীম ইবনে দাসমা (রহঃ) ইহাও বলিতেন যে, শিশুদের ভয় অথবা বদনজরের আশঙ্কা হইলেও তাহাদের জন্য এই আয়াতগুলি লিখিয়া দিও।

আল্লামা শামী (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হইতে নকল করিয়াছেন, ইসমে আজম হইল, স্বয়ং ‘আল্লাহ’ শব্দটি। তিনি আরো লিখিয়াছেন যে, আল্লামা তাহাবী (রহঃ) ও অনেক ওলামায়ে কেরাম হইতে এই একই উক্তি নকল করা হইয়াছে এবং অধিকাংশ আরেফীন তথা বিশিষ্ট সুফীগণও একই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এইজন্যই তাহাদের নিকট এই পবিত্র নামের যিকিরই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

শায়েখ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) হইতে ইহাই বর্ণনা করা হইয়াছে—তিনি বলেন, ইসমে-আজম হইল ‘আল্লাহ’ শব্দটি। তবে শর্ত হইল, যখন তুমি এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবে তখন যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু তোমার অন্তরে না থাকে। তিনি আরও বলেন, সাধারণ লোক এই নাম এমনভাবে লইবে যে, যখন ইহা জবানে জারী হইবে তখন অন্তরে আল্লাহর আজমত ও ভয় থাকিতে হইবে। আর খাছ লোকেরা এই নাম এমনভাবে উচ্চারণ করিবে যে, তাহাদের অন্তরে আল্লাহর জাত ও ছিফাতের উপস্থিতি থাকিতে হইবে। আর খাছ লোকদের মধ্যে যাহারা আরও খাছ তাহাদের জন্য শর্ত হইল, ঐ পাক জাত ছাড়া তাহাদের অন্তরে যেন আর কিছু না থাকে। কুরআন শরীফেও এই মোবারক নাম এত অধিক পরিমাণে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সীমা নাই। যাহার পরিমাণ দুই হাজার তিনশত ষাট বলা হইয়াছে।

শায়েখ ইসমাঈল ফারগানী (রহঃ) বলেন, দীর্ঘদিন যাবত আমার ইসমে-আজম শিখিবার আকাংখা ছিল। উহার জন্য আমি অনেক মোজাহাদা করিতাম এবং একাধারে কয়েকদিন না খাইয়া থাকিতাম। আর এই না খাওয়ার দরুন বেইশ হইয়া পড়িয়া যাইতাম। একদিন আমি দামেশকের মসজিদে বসিয়াছিলাম। এমন সময় দুইজন লোক মসজিদে প্রবেশ করিল এবং আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার মনে হইল ইহারা ফেরেশতা হইবেন। তাহাদের একজন অপরজনকে প্রশ্ন করিল, তুমি কি ইসমে-আজম শিখিতে চাও? অপরজন বলিল, জ্বি-হাঁ, বলুন উহা কি? আমি তাহাদের কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলাম। অপরজন বলিলেন, ইসমে-আজম হইল, ‘আল্লাহ’ শব্দ, তবে শর্ত হইল উহা ‘সিদকে লাজার’ সহিত পড়িতে হইবে। শায়েখ ইসমাঈল (রহঃ) বলেন, ‘সিদকে লাজা’ হইল, ‘আল্লাহ’ শব্দ

ইস্মে-আজম শিখার জন্য বড় যোগ্যতা, কঠোর সংযমের প্রয়োজন। জনৈক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি ইস্মে-আজম জানিতেন। একদা একজন ফকীর আসিয়া বড় বিনয়ের সহিত তাহাকে ইস্মে-আজম শিক্ষা দিতে অনুরোধ করিল। বুযুর্গ বলিলেন, তোমার সেই যোগ্যতা নাই। ফকীর বলিল, ছুয়র! আমার সেই যোগ্যতা আছে। অগত্যা বুযুর্গ বলিলেন, আচ্ছা অমুক জায়গায় গিয়া বস এবং সেইখানে যাহা ঘটে আমার নিকট আসিয়া বলিবে। ফকীর সেখানে গিয়া দেখিতে পাইল, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি গাধার উপর লাকড়ি বোঝাই করিয়া আসিতেছে। সামনের দিক হইতে একজন সিপাহী আসিয়া ঐ বৃদ্ধকে খুব মারধর করিল এবং তাহার লাকড়িগুলি ছিনাইয়া লইয়া গেল। সিপাহীর প্রতি ফকীরের ভীষণ রাগ হইল। ফকীর বুযুর্গের নিকট আসিয়া পূর্ণ ঘটনা শুনাইল এবং বলিল, আমি যদি ইস্মে-আজম জানিতাম, তবে ঐ সিপাহীকে বদদোয়া করিতাম। বুযুর্গ বলিলেন, এই বৃদ্ধ লাকড়িওয়ালার নিকট হইতেই আমি ইস্মে-আজম শিখিয়াছি।

(أخرج الحاكم بروايت المؤمل عن المبارك بن فضالة وقال صحيح الإسناد واقرة عليه الذهبي وقال الحاكم قد تابع أبو داود مؤملاً على روايته واختصره)

৩০ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান,

ফায়দা : এই পবিত্র কালেমার মধ্যে আল্লাহ তায়াল্লা কি কি বরকতসমূহ রাখিয়াছেন, উহার কিছুটা আন্দাজ ইহাতেই হইয়া যায় যে, এক শত বৎসর বয়সের বৃদ্ধ যাহার সারাজীবন শিরক ও কুফরের মধ্যে কাটিয়াছে। একবার এই পাক কালেমা ঈমানের সহিত পড়ার কারণে মুসলমান হইয়া যায় এবং সারা জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যায়। ঈমান আনার পর গোনাহ করিলেও এই কালেমার বরকতে কোন না কোন সময় জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

হযরত হোজায়ফা (রাযিঃ) যিনি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপনীয় বিষয়ে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন এক সময় আসিবে, যখন ইসলাম এমন ম্লান হইয়া যাইবে যেমন কাপড়ের কারুকার্য (পুরাতন হওয়ার কারণে) ম্লান হইয়া যায়। রোযা, হজ্জ, যাকাত কি লোকেরা তাহা জানিবে না। অবশেষে এমন একটি রাত্র আসিবে যে, কুরআন পাক উঠাইয়া লওয়া হইবে, একটি আয়াতও বাকী থাকিবে না। বৃদ্ধ নারী-পুরুষেরা এইরূপ বলিবে যে, আমরা আমাদের মুরুব্বীদেরকে কালেমা পড়িতে শুনিয়াছি কাজেই আমরাও উহা পড়িব। হযরত হোজায়ফা (রাযিঃ)-র এক শাগরেদ বলিল, হযূর! যখন যাকাত, হজ্জ, রোযা কিছুই থাকিবে না তখন শুধু এই কালেমা কি কাজে আসিবে? হযরত হোজায়ফা (রাযিঃ) চুপ করিয়া রহিলেন। তিনবার প্রশ্ন করিবার পর তিনি বলিলেন, (কোন না কোন সময়) জাহান্নাম হইতে বাহির করিবে, জাহান্নাম হইতে বাহির করিবে, জাহান্নাম হইতে বাহির করিবে। অর্থাৎ ইসলামের অন্যান্য হুকুম পালন না করার কারণে শাস্তি ভোগ করার পর কোন না কোন সময় কালেমার বরকতে জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

উপরোক্ত হাদীসের অর্থও ইহা যে, যদি ঈমানের সামান্যতম অংশও থাকে তাহা হইলেও কোন এক সময় জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে উহা কোন না

کوناننن اۛۛشایہ اہار کارنے آاسیۛے ۛدقۛ ۛا کقحھ شانتق ۛۛۛۛ
کارتے ہۛ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
ایک شخص گاؤں کا رہنے والا آیا جو ریشمی جُتے
پہن رہا تھا اور اس کے کناروں پر دس
کی گوت تھی (صحابہ سے خطاب کر کے)
کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی (محمد صلی اللہ علیہ
وسلم) یہ چاہتے ہیں کہ ہر چرواہے (جو کچھ چرتا
والے) اور چرواہے زادے کو بڑھادیں اور
شہسوار اور شہسواروں کی اولاد کو گراویں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اراضی سے اٹھے اور اس
کے کپڑوں کو گریبان سے پکڑ کر ذرا کھینچا
اور ارشاد فرمایا کہ (تو ہی بتا) تو یوقوفوں
کے سے کپڑے نہیں پہن رہا ہے پھر اپنی
جگہ واپس آکر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد
فرمایا کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام

کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے دونوں
صاحب زادوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں
تمہیں (آخری) وصیت کرتا ہوں جس میں
دو چیزوں سے روکتا ہوں اور دو چیزوں کا
حکم کرتا ہوں جن سے روکتا ہوں ایک شرک
ہے دوسرا کبر اور جن چیزوں کا حکم کرتا ہوں ایک
لا الہ الا اللہ ہے کہ تمام آسمان وزمین اور
جو جہان میں ہے اگر سب ایک پلڑے میں
رکھ دیا جائے اور دوسرے میں (اغلاص سے
کہا ہوا) لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہی

ۛۛۛۛ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ رَوَى
قَالَ أَقَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعْرَاجِي عَلَيْهِ جَبَّةٌ وَمِنْ
هَلْبَاسَةٍ مَكْهُوفَةٌ بِاللَّيْتِاجِ فَقَالَ
إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يُزْفَعَ
كُلَّ بَلْعَمٍ وَابْنِ رَاحٍ وَيَضَعَ كُلَّ
فَارِسٍ وَابْنِ فَارِسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضِبًا
فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ فَأَجْتَذَبَهُ
وَقَالَ أَلَا أُرَى عَلَيْكَ شَيْكَبَ مَنْ
لَا يَقُولُ شَرَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَقَالَ
إِنَّ ثَوْبًا لَنَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَا
رَبِّي فَقَالَ إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكُمَا

الْوَصِيَّةَ أَمْرُكُمَا بِالشَّيْنِ وَأَنْهَاكُمَا
عَنِ اسْتَنْبِئِ أَنْهَلِكُمَا عَنِ الْبَرِّ وَ
الْكِبَرِ وَأَمْرُكُمَا بِاللَّهِ الْإِلَهِ اللَّهُ
فَإِنَّ السُّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا
وَوُضِعَتْ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ
لِلَّهِ الْإِلَهِ اللَّهُ فِي الْكَفَّةِ الْآخَرَى
كَانَتْ أَرْجَحَ مِنْهُمَا وَلَوْ أَنَّ السُّلُوتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا كَانَتْ حَلْفَةً
فَوُضِعَتْ لِلَّهِ الْإِلَهِ اللَّهُ عَلَيْهِمَا
لَفَضَّلَهُمَا وَأَمْرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ

وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهُمَا صَلَوَةٌ كُلُّ شَيْءٍ
وَبِهِمَا يَزْدُقُ كُلُّ شَيْءٍ۔
کہہ کر اس پر رکھ دیا جائے تو وہ وزن سے ٹوٹ جائے اور دوسری چیز جس کا حکم کرتا ہوں وہ
سُبْحَانَ اللَّهِ وُبِحْمَدِهِ ہے کہ یہ دو لفظ ہر مخلوق کی نمازیں اور انہیں کی برکت سے ہر چیز کو وزن
عطا فرمایا جاتا ہے۔

(آخریہ الحاکم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجه للصعب ابن زهير فانه ثقة قليل
الحديث اه واقعه عليه الذهبي وقال الضعيف ثقة ورواه ابن عجلان عن زيد بن اسلم
من سلا اه قلت ورواه احمد في مسنده بن زيادة فيه بطرق وفي بعض منها فان السملوت
السنج والاذنيتين السنج كن حلفه مبهمه ففصلن لا اله الا الله وذكره المذري
في الترغيب عن ابن عثر مختصر وفيه لو كانت حلفه ففصلن حتى تخلص الله
ثع قال رواه البزار ورواه معالج بعه في الصحيح الا ابن اسحاق وهو في النسائي عن صالح
بن سعيد رفعه الى سليمان بن يسار الى رجل من الانصار لم يسمه ورواه الحاكم عن
عبد الله وقال صحيح الاسناد ثع ذكر لفظه قلت وحديث سليمان بن يسار ياتي في
بيان التسليج وفي مجمع الزوائد رواه احمد ورواه الطبراني بعه ورواه البزار من حديث
ابن عثر ورجال احمد ثقات قال في رواية البزار محمد بن اسحاق وهو مدلس وثوقته،

ۛۛۛۛ ۛکجن گرامۛلۛک راسوللہاھ ساللہالہی وۛاساللہالہی
خەدمتە آاسیل۔ لۛکاتق رەشمی جۛۛۛا پارقحتا قیل اۛۛۛ ۛہار
کینارای رەشامەر کارککارۛ کرا قیل۔ (ساہاۛادەر پراتق لکفا کریقا)
ۛلقتە لاقیل، تۛماادەر ساخی (مۛہاممد دۛۛۛ) پراتۛک ۛکریر راخال
و تاہادەر سন্তانادەرکە ۛننات اۛۛۛ پراتۛک اۛۛارۛہی و تاہادەر
سنتانادەرکە اۛۛنات کریقتە چاقتەخەن۔ حۛۛر ساللہالہی آالایہی
وۛاساللہام راغانننق ہہۛا داڈاہلەن اۛۛۛ تاہار کاپڈەر ۛکەر اۛۛش
ۛریقا کقحھٹا تانلەن آار ۛلقلەن ۛہ، (تۛمیہ ۛل) تۛمی کق
ۛکۛۛادەر مات کاپڈ پەر ناہ؟ اتۛۛۛ پەر نقرەر جایگای آاسیۛا
ۛسقلەن اۛۛۛ اۛرشاد فرماہلەن ۛ ہۛرات نۛہ (آاۛۛ) اۛر ۛখন
اۛنتەکالەر سمان ہہل تখন تاہار دۛہ پۛۛکە ڈاکقلەن اۛۛۛ اۛرشاد
کریقلەن ۛہ، آمق تۛماادەرکە (شەۛۛ) آسیقۛت کریقتەق۔ دۛہٹق ۛشۛ
ہہتە نقشە کریقتەق آار دۛہٹق ۛشۛەر آادش کریقتەق۔ ۛہ دۛہٹق
ۛشۛ ہہتە نقشە کریقتەق تانمۛۛۛ اۛکاتق ہہل شرق آار دققیۛۛق

হইল অহংকার। আর যে দুইটি বিষয়ের আদেশ করিতেছি একটি হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সমস্ত আসমান-জমিন এবং যাহা কিছু উহার মধ্যে আছে সবকিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অপর পাল্লায় (এখলাসের সহিত বলা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তবে উক্ত পাল্লাই ঝুকিয়া যাইবে। আর যদি সমস্ত আসমান-জমিন এবং যাহা কিছু উহার মধ্যে আছে একটি হালকা বা গোলাকার করিয়া উহার উপর এই পবিত্র কালেমাকে রাখা হয় তবে উহা ওজনের কারণে ভাঙ্গিয়া যাইবে। দ্বিতীয় বিষয় যাহার আদেশ করিতেছি তাহা হইল, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' এই দুইটি শব্দ প্রত্যেক মখলূকের নামায় এবং উহারই বরকতে প্রত্যেক জিনিসকে রিযিক দান করা হয়। (আহমদ, হাকেম)

ফায়দা : পোশাক সম্পর্কে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদের অর্থ হইল, বাহিরের অবস্থা দ্বারা ভিতরের অবস্থা প্রমাণিত হয়। যাহার বাহিরের অবস্থা খারাপ হয় তাহার ভিতরের অবস্থাও সাধারণতঃ তদ্রূপ হইয়া থাকে। যেহেতু ভিতরের অবস্থা বাহিরের অবস্থার অধীন, তাই বাহিরের অবস্থাকে ভাল রাখার চেষ্টা করা হয়। এইজন্যই সুফিয়ায়ে কেরাম বাহিরের পবিত্রতা তথা অযু ইত্যাদির এহতেমাম করাইয়া থাকেন যাহাতে ভিতরের পবিত্রতা হাছিল হইয়া যায়। যাহারা এইরূপ বলেন, আরে জনাব ভিতর ভালো হওয়া চাই বাহির যেমনই হউক—ইহা সঠিক নয়। ভিতর ভাল হওয়া একটি স্বতন্ত্র বিষয়—বাহির ভাল হওয়াও আরেকটি স্বতন্ত্র বিষয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়াসমূহের মধ্যে আছে :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ عِلَانِيَةٍ وَاجْعَلْ عِلَانِيَتِي صَاحِلَةً

“হে আল্লাহ! আমার ভিতরকে আমার বাহির অপেক্ষা উত্তম করিয়া দাও এবং আমার বাহিরকে নেক বানাইয়া দাও।” হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দোয়া শিখাইয়াছেন—

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
وسلم کی خدمت میں رنجیدہ سے ہو کر حاضر
ہوئے حضور نے دریافت فرمایا کہ میں
تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے
انہوں نے عرض کیا کہ گذشتہ شب میرے

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
كَيِّبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا لِي أَرَاكَ كَيِّبًا قَالَ يَا رَسُولَ
كَتُّ عِنْدَ ابْنِ عَمْرٍو الْبَارِحَةَ فَلَا

وَعَوَّكِنْدُ بِنَفْسِهِ قَالَ فَمَلَّ لَفْتَهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَالَهَا قَالَ نَعَمْ
قَالَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ
يَا رَسُولَ كَيْفَ هِيَ لِلْأَخْيَارِ قَالَ
هِيَ أَهْلُهَا لَمْ يَدْخُلُهَا أَحَدٌ إِلَّا بِهَا
جَنَّتْ اس کے لئے واجب ہوئی حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ زندہ لوگ اس
کلمہ کو پڑھیں تو کیا ہو حضور نے دوسرے یہ ارشاد فرمایا کہ کلمہ اُن کے گناہوں کو بہت ہی ہلکا
کرنے والا ہے (یعنی بالکل ہی مٹا دینے والا ہے)۔

(رواه البوصلى والبخارى وغيره)
كذا في مجمع الزوائد واخرج بمعناه عن ابن عباس ايضا قلت وروى عن علي بن مرقا عن
قَالَ إِذَا مَرَّ بِالْقَابِرِ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ لَأَلِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ لَأَلِ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتُمْ
قَوْلَ لَأَلِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَغْفِرَ لِمَنْ قَالَ لَأَلِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَشَرْنَا فِي مَعْرَةٍ مِنْ قَالَ
لَأَلِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُنُوبٌ
خَمْسِينَ سَنَةً قَالَ لَوْلَا دِيكُ وَلِقَاءُ رَبِّهِ لِمَا مَاتَ الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي تَارِيخِ مَدَائِنِ
وَالرَّافِعِيُّ وَابْنُ الْخَبَرِ كَذَا فِي مُنْتَخَبِ كُنْزِ الْعَمَالِ لَكِنْ رَوَى نَحْوَهُ السَّيْطِيُّ فِي ذِيلِ الْأُولَى
وَتَكَلَّمَ عَلَى سَنَدِهِ وَقَالَ الْأَسْنَادُ كُلُّهُ ظَلَمَاتٌ وَدُمِي رَجَالَهُ بِالْكَذِبِ وَفِي تَنْبِيهِ الْغَافِلِينَ
وَرَوَى عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ خَالِصًا وَمَدَّهَا بِالْعُظْمِيِّ كُنَّا اللَّهُ
عَنْهُ أَرْبَعَةُ الْأَوْدِ ذَنْبٌ مِنَ الْكِبَارِ قِيلَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْبَعَةُ الْأَوْدِ ذَنْبٌ قَالَ يَقْفَرُ مِنْ
ذُنُوبِ أَهْلِهِ وَجِئَرَانِهِ أَهْلُ قُلْتُمْ وَرَوَى بِمَعْنَاهُ مَرْفُوعًا لَكُلِّهُمْ حُكْمٌ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ كَمَا
فِي ذِيلِ الْأُولَى نَعَمْ يُؤَيِّدُهُ الْأَمْرُ بِدَفْنِ جَوَارِ الصَّالِحِ وَتَأْزِيهِ بِجَوَارِ السَّوءِ ذَكَرَهُ السَّيْطِيُّ
فِي الْأُولَى بِطَرِيقٍ وَوَرَدَ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ بِالْعَظَائِمِ مُخْتَلَفَةً فِي كُنْزِ الْعَمَالِ وَغَيْرِهِ

(৩২) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বিষন্ন অবস্থায় হাজির হইলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাকে বিষন্ন দেখিতেছি, ইহার কি কারণ? তিনি বলিলেন, গত রাত্রে আমার চাচাতো ভাইয়ের ইস্তিকাল হইয়াছে, অন্তিম সময় আমি তাহার পাশে বসা

ছিলাম। সেই দৃশ্যের কারণে মনের উপর প্রভাব পড়িয়াছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তুমি কি তাহাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়াইয়াছিলে? তিনি বলিলেন, হাঁ, পড়াইয়াছিলাম। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি এই কালেমা পড়িয়াছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ, পড়িয়াছিল। তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হইয়া গিয়াছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জীবিত লোকেরা যদি এই কালেমা পড়ে, তবে কি হইবে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার এরশাদ ফরমাইলেন, এই কালেমা তাহাদের গোনাহসমূহকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া দিবে। (মাঃ যাওয়ায়িদ : আবু ইয়া'লা)

ফায়দা : কবরস্থান ও মৃত ব্যক্তির নিকটে কালেমা পড়া সম্পর্কেও বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, তোমরা জানাযার সহিত বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাক। এক হাদীসে আছে, আমার উম্মত যখন পুলহেরাত পার হইবে, তখন তাহাদের পরিচয় হইবে 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা'। অন্য হাদীসে আছে, যখন তাহারা কবর হইতে উঠিবে, তখন তাহাদের পরিচয় হইবে—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

অন্য এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের অন্ধকারে তাহাদের পরিচয় হইবে 'লা ইলাহা ইল্লা আস্তা'।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশী বেশী পড়ার বরকতসমূহ মৃত্যুর পূর্বেই কখনো বা মৃত্যুর সময় হইতেই অনুভূত হইয়া যায়। অনেক আল্লাহর বান্দাদের উহারও পূর্বে প্রকাশ হইয়া যায়। হযরত আবুল আব্বাস (রহঃ) বলেন, আমি আমার নিজ শহর 'আশবিলায় অসুস্থ পড়িয়াছিলাম। তখন দেখিতে পাইলাম, লাল, সাদা, সবুজ এবং আরও বিভিন্ন রংয়ের অনেক বড় বড় পাখী একই সাথে ডানা মেলিতেছে আর একই সাথে ডানা গুটাইতেছে। বেশ কিছু লোক যাহাদের হাতে ঢাকনায় আচ্ছাদিত বড় বড় পাত্র রহিয়াছে, যাহাতে কিছু রাখা আছে। আমি এই সবকিছু দেখিয়া মনে করিলাম যে, ইহা মৃত্যুর তোহফা, তাড়াতাড়ি কালেমা পড়িতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাদের একজন আমাকে বলিল, তোমার সময় এখনও আসে নাই; এইগুলি অন্য এক মোমিনের জন্য তোহফা, যাহার মৃত্যুর সময় আসিয়া গিয়াছে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) এর যখন ইন্তেকাল হইতেছিল তখন বলিলেন, আমাকে বসাইয়া দাও। লোকেরা তাহাকে

বসাইয়া দিল। অতঃপর বলিলেন, আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে অনেক কাজ করিতে আদেশ করিয়াছ; আমার দ্বারা উহাতে ত্রুটি হইয়াছে। তুমি আমাকে অনেক বিষয় নিষেধ করিয়াছ, আমার দ্বারা উহাতে নাফরমানী হইয়াছে। তিনবার ইহাই বলিতে থাকিলেন। অতঃপর বলিলেন, কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই বলিয়া একদিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কি দেখিতেছেন? বলিলেন, কিছু সবুজ জিনিস উহার মানুষও নহে, জ্বীনও নহে। অতঃপর ইন্তেকাল করিলেন।

জুবায়দা (রহঃ) কে কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সহিত কি ব্যবহার হইয়াছে? তিনি বলিলেন, এই চারটি কালেমার বদৌলতে আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ,

- (১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথেই আমি জীবন শেষ করিব।
- (২) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকেই কবরে লইয়া যাইব।
- (৩) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথেই নির্জন সময় কাটাইব।
- (৪) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকেই লইয়া আপন রবের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

(৩৩) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِيَنِي قَالَ إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاتَّبِعْهَا حَسَنَةً تَسْخُهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ
 حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیجئے ارشاد سوا کر جب کوئی بُرائی سرزد ہو جائے تو کفارہ کے طور پر فوراً کوئی نیک کام کر لیا کرو تا کہ بُرائی کی نحوست دھل جائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لَ اِلهَ اِلَّا اللہ پڑھنا بھی نیکیوں میں داخل ہے مجھو نے فرمایا کہ یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے۔

(رواه احمد وفي صحيح الزوائد رواه احمد ورجاله ثقات الا ان شمس بن عطية حدثه عن اشياخه ولم يسم احدا منهم قال السيوطي في الدر اخرجيه البصا ابن مردويه والبيهقي في الاسماء والصفات قلت واخرجه الحاكم بلفظ يا ابا ذر اي ان الله حيث كنت واتبع التبتة الحسنة تسخها وخالف الناس بخلاف حزن وقال صحيح على شرطها واقروه عليه اللهم وذكره السيوطي في الجامع مختصرا ورفعه بالصحة)

(৩৩) হযরত আবু যর গফারী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কোন অসীয়াত করুন। এরশাদ হইল, যখন কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেল তখনই ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোন নেক আমল করিয়া লইও। (যাহাতে অন্যায়ের অশুভ প্রভাব ধৌত হইয়া যায়।) আমি

আরজ করিলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়াও কি নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করিলেন, ইহা তো সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (আহমদ)

ফায়দা : অন্যান্য যদি সগীরা গোনাহ হয় তবে নেক আমল দ্বারা উহা বিলুপ্ত হওয়া ও মিটিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। আর যদি উহা কবীরা গোনাহ হয়, তবে নিয়ম অনুযায়ী তওবা দ্বারা মিটিয়া যাইতে পারে অথবা কেবল আল্লাহর মেহেরবানীতে মাফ হইতে পারে, যেমন পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। মোটকথা, গোনাহ মিটিয়া যাওয়ার অর্থ হইল, এই গোনাহ না আমলনামাতে থাকে আর না কোথাও উহার উল্লেখ থাকে। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন বান্দা কোন গোনাহ হইতে তওবা করিয়া ফেলে, তখন আল্লাহ তায়ালা 'কেরামান কাতেবীন'কে সেই গোনাহ ভুলাইয়া দেন, স্বয়ং গোনাহগার ব্যক্তির হাত পা-কেও ভুলাইয়া দেন, এমনকি জমীনের ঐ অংশকেও ভুলাইয়া দেন যাহার উপর ঐ গোনাহ করা হইয়াছে। এমনকি তাহার এই গোনাহের সাক্ষ্য দেওয়ার মত কেহই থাকে না। সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হইল, কেয়ামতের দিন মানুষের হাত, পা এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেক আমল অথবা বদ আমল যাহাই সে করিয়াছে উহার সাক্ষ্য দিবে। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৮নং হাদীসের ব্যাখ্যায় আসিতেছে। ঐ সকল হাদীস দ্বারাও উপরের হাদীসের সমর্থন হয় যাহাতে এরশাদ হইয়াছে যে, গোনাহ হইতে তওবাকারী এইরূপ যেন সে গোনাহ করেই নাই। এই বিষয়টি কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তওবা হইল, কোন অন্যান্য কাজ হইয়া গেলে উহার উপর চরমভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে এইরূপ গোনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহর এবাদত কর, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, এমন এখলাছের সহিত আমল কর যেন আল্লাহ পাক তোমার সামনে আছেন, নিজেকে মৃত লোকদের মধ্যে গণ্য কর, প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর যিকির কর (যাহাতে কেয়ামতের দিন তোমার সাক্ষীর সংখ্যা বেশী হয়), যখন কোন অন্যান্য কাজ হইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ক্ষতিপূরণের জন্য কোন নেক আমল করিয়া লও, গোনাহ গোপনে করিয়া থাকিলে উহার কাফফারাস্বরূপ নেক আমলও গোপনে কর, আর গোনাহ প্রকাশ্যে করিয়া থাকিলে উহার কাফফারাস্বরূপ নেক আমলও প্রকাশ্যে কর।

(৩৩) عَنْ تَيْمِيزِ الدَّارِمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاجِدَ أَحَدًا صَدًّا لَمْ يَنْجُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَوْ كُنْ لَهُ كَفُّوا أَحَدًا كُودًا مِنْ مَرْتَبَةِ رُحْمَةٍ كَالْيَاسِ نِزَارَ نِيكِيَا اس كَلْتِ لَهِي جَانِي كِي .
لَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ (اُخْرِجَهُ أَحَدٌ قَلَّتْ اُخْرَجَ الْحَاكِمُ شَوَاهِدًا بِالْفَاءِ مُخْتَلَفَةً)

(৩৪) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যে ব্যক্তি দশবার এই দোয়া পড়িবে তাহার জন্য চল্লিশ হাজার নেকী লেখা হইবে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاجِدَ أَحَدًا صَدًّا لَمْ يَنْجُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَوْ كُنْ لَهُ كَفُّوا أَحَدًا (আহমদ)

ফায়দা : কালেমা তাইয়েবার বিশেষ বিশেষ পরিমাণের উপরও হাদীসের কিতাবসমূহে বড় বড় ফযীলত বয়ান করা হইয়াছে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যখন তোমরা ফরয নামায আদায় কর তখন প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার এই দোয়াটি পড়িবে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَسَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
ইহার সওয়াব এইরূপ যেমন একটি গোলাম আজাদ করিল।

(৩৫) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَدًّا لَمْ يَنْجُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَوْ كُنْ لَهُ كَفُّوا أَحَدًا كُودًا مِنْ مَرْتَبَةِ رُحْمَةٍ كَالْيَاسِ نِزَارَ نِيكِيَا اس كَلْتِ لَهِي جَانِي كِي .
اللَّهُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ . رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ كَذَا فِي التَّرْغِيبِ وَفِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ

فيه قائد ابوالورقामتروك
(৩৬) অন্য হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়িবে, তাহার জন্য বিশ লাখ নেকী লেখা হইবে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَدًّا لَمْ يَنْجُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَوْ كُنْ لَهُ كَفُّوا أَحَدًا

(তারগীব : তাবারানী)

আর চার প্রকার মানুষ হইল : কিছুলোক এমন আছে, যাহাদের জন্য

رواه مسلم والبدائى وابن ماجه وقال كذا حسن الوضوء زاد البدائى ثم يرفع يده
الى السماء ثم يقول فذكره ورواه الترمذى كالجديد وزاد اللهم اجعلنى من

التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَّكِرِينَ الْحَدِيثَ وَتَكْلُفِيهِ كَذَا فِي التَّرغِيبِ زَادَ الْيَوْطَى

في الدار بن ابي شيبه والدارمي

৩৬) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি অযু করে এবং উত্তমরূপে করে (অর্থাৎ অজুর সুন্নত ও আদবসমূহ আদায় করিয়া অজু করে) অতঃপর এই দোয়া পড়ে :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

তাহার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলিয়া যায়, যে দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিবে। (তারগীব : মুসলিম, আবু দাউদ)

ফায়দা : জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য তো একটি দরজাই যথেষ্ট, তবুও তাহার সম্মানার্থে আটটি দরজাই খুলিয়া দেওয়া হইবে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই এবং অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করে নাই, সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে।

(۳۷) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةً إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَعَهُ كَالْفَتْرِ لِيَلَةَ الْبَدْرِ وَلَعُورٍ يُرْفَعُ لِأَحَدٍ يَوْمَئِذٍ عَمَلٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ۔

رواه الطبراني وفيه عبد الوهاب بن ضحالة متروك كذا في مجمع الزوائد قلت هو من رواية ابن ماجه ولا شك انه وضعفه جداً الا ان معناه مؤيد بروايات منها ما تقدم من روايات يحيى ابن طلحة ولا شك انه افضل الذكر وله شاهد من حديث أم هانئ الأقي

(৩৭) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি একশতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে পুর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারাশিষ্ট করিয়া

উঠাইবেন। আর যেহিঁদিন এই তসবীহ পড়িবে সেইদিন তাহার চাইতে উত্তম আমলওয়ানা কেবল ঐ ব্যক্তিই হইতে পারিবে যে তাহার চাইতে বেশী পড়িবে। (মাঃ যাওয়াহিদঃ তাবারানী)

ফায়দা : বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিলের জন্যও নূর এবং চেহারার জন্যও নূর। যেই সমস্ত বুয়ুর্গানে দ্বীন এই কালেমা শরীফ বেশী বেশী পড়িয়া থাকেন, তাহাদের চেহারা দুনিয়াতেই নূরানী হইয়া যাইতে দেখা যায়।

(۳۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِفْتَحُوا عَلَى صِبْيَانِكُمْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ رِيَالًا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَقَدْ تَوَهُوْهُ عِنْدَ النُّوبِ لَأِلَهِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلَامِهِ لَأِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَآخِرُ كَلَامِهِ لَأِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ثَمَعَ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ لَوْ يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبٍ وَاحِدٍ۔

وجہ سے کہ گناہ صادر نہ ہوگا یا اگر صادر ہوا تو توبہ وغیرہ سے مُعاف ہو جائے گا یا اس وجہ سے کہ اللہ جلّ جلالہ اپنے فضل سے مُعاف فرمائیں گے،

(موضوع) ابن محموية والوجه مجهولان وقد ضعف البخاري ابراهيم بن مهاجر حكاية السيوطي عن ابن الجوزي ثبوته بقوله الحديث في المستدرک واخرجه البيهقي في الشعب عن الحاكم وقال متن غريب لو نكتبه الا بهذا الاسناد واورده الحافظ ابن حجر في اماليه ولم يقدح فيه بشئ الا انه قال ابراهيم فيه لين وقد اخرج له مسلم في المتابعات كذا في اللآلئ وذكره السيوطي في شرح الصدور ولم يلقح فيه بشئ قلت وقد ورد في التلقين احاديث كثيرة ذكرها الحافظ في التلخيص وقال في جملة من رواها وعن عروة بن مسعود الثقفي رواه العقيلي باسناد ضعيف ثم قال روى في الباب احاديث صحاح عن غير واحد من الصحابة ورواه ابن ابى الدنيا في كتاب المحتضرين من طريق عروة بن مسعود عن ابيه عن حذيفة بلفظ لَقِنُوا مَوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا مِنَ الْخَطَايَا وروى فيه

الضَّاعْنُ عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمْ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَتُوا
مُتَاكُمُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ
مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَرَفَعُوهُ بِالصَّحَّةِ وَفِي الْحَصَنِ إِذَا أَفْضَحَ
الْوَلَدُ فَلْيَعْلَمَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي الْحَزْرَةِ رَوَاهُ ابْنُ السَّخْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَه
قُلْتُ وَلَفْظُهُ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي
الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْضَحَ أَوْلَادُكُمْ فَقُلُوا لَهُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ إِذَا أَفْضَحُوا فَتُرْمَعُوا بِالصَّلَاةِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
بِرَوَايَةِ أَحْمَدَ وَابْنِ دَاوُدَ وَالْحَاكِمَ عَنْ مُعَاذٍ مَنْ كَانَ إِخْرَجَ كَلَامَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ
الْجَنَّةَ وَرَفَعُوهُ بِالصَّحَّةِ وَفِي مَجْمَعِ الزَّوَادِ عَنْ عَلِيِّ رَفَعَهُ مَنْ كَانَ إِخْرَجَ كَلَامَهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ لَوْ يَدْخُلُ النَّارُ فِي غَيْرِ رَوَايَةٍ مَرْفُوعَةٍ مَنْ لَقِيَ عَنْهُ التَّوْبَتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(৩৮) ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, শিশুরা যখন কথা বলিতে শিখে প্রথমে তাহাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শিখাও। আর যখন মৃত্যুর সময় আসে, তখনও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর 'তালকীন' কর। যে ব্যক্তির প্রথম কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইবে এবং শেষ কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইবে যদি সে হাজার বৎসরও জীবিত থাকে (ইনশাআল্লাহ) তাহাকে কোন গোনাহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। (হয়ত বা এইজন্য যে, তাহার দ্বারা কোন গোনাহের কাজ হইবে না, অথবা যদি হইয়াও যায় তবে তওবা ইত্যাদির দ্বারা মাফ হইয়া যাইবে অথবা এইজন্য যে, আল্লাহ তায়ালা নিজ গুণে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ফায়দা : তালকীন বলে মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট বসিয়া কালেমা পড়িতে থাকা—যেন উহা শুনিয়া সে ব্যক্তিও পড়িতে শুরু করিয়া দেয়। ঐ সময় তাহার উপর কালেমা পড়ার জন্য পীড়াপীড়ি ও চাপ সৃষ্টি না করা চাই। কারণ সে তখন কঠিন কষ্টে লিপ্ত থাকে।

মৃত্যুশয্যা কালেমা তালকীন করার বিষয় বহু সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন হাদীসে ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, মৃত্যুর সময় যাহার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নসীব হইয়া যায় তাহার গোনাহ এমনভাবে ধসিয়া পড়ে যেমন প্লাবনের কারণে দালান—কোঠা ধসিয়া যায়। কোন কোন হাদীসে ইহাও আসিয়াছে, মৃত্যুর সময় যাহার এই মোবারক কালেমা নসীব হয়, তাহার পিছনের

গোনাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। এক হাদীসে আসিয়াছে, মোনাফেকদের এই কালেমা পড়ার সৌভাগ্য হয় না। এক হাদীসে আছে, তোমরা মূর্খদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পাথেয় দান কর। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি কোন শিশুকে এই পর্যন্ত লালন পালন করে যে, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে শুরু করে তাহার হিসাব মাফ হইয়া যায়। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি নামাযের পাবন্দী করে, মৃত্যুর সময় তাহার নিকট একজন ফেরেশতা হাযির হয়, যে শয়তানকে তাড়াইয়া দেয়, আর সেই ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ—এর তালকীন করে। বহু পরীক্ষিত একটি বিষয় এই যে, তালকীনের দ্বারা বেশীর ভাগ ফায়দা তখনই হয় যখন জীবিত অবস্থায়ও এই পাক কালেমার বেশী বেশী যিকিরের অভ্যাস রাখে।

এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত আছে, সে ভূষি বিক্রয় করিত। মৃত্যুর সময় হইলে লোকজন তাহাকে কালেমার তালকীন করিতেছিল আর সে বলিতেছিল, এই গাঁঠরির মূল্য এত, ঐ গাঁঠরির মূল্য এত। এই রকম আরও ঘটনা 'নুজহাতুল বাছাতীন' নামক কিতাবে আছে। ইহাছাড়া চোখের সামনেও এই রকম ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

অনেক সময় এমন হয় যে, কোন গোনাহের কারণে কালেমা নসীব হয় না। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, আফীম খাওয়ার মধ্যে সত্তরটি ক্ষতি রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল, মৃত্যুর সময় কালেমা স্মরণ হয় না। আর ইহার বিপরীত মেসওয়াকের সত্তরটি উপকার রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি হইল, মৃত্যুর সময় কালেমা স্মরণ হয়।

এক ব্যক্তির ঘটনা, বর্ণিত আছে মৃত্যুর সময় তাহাকে কালেমায়ে শাহাদাতের তালকীন করা হইল। সে বলিল, আমার মুখে কালেমা আসিতেছে না ; তোমরা দোয়া কর। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? সে বলিল, আমি ওজনে সতর্কতা অবলম্বন করিতাম না।

আরেক ব্যক্তির ঘটনা, মৃত্যুর সময় তাহাকে কালেমার তালকীন করা হইলে সে বলিল, আমার মুখে কালেমা আসিতেছে না। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, এক মহিলা আমার নিকট তোয়ালে কিনিতে আসিয়াছিল। তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বারবার তাহাকে দেখিতেছিলাম। এই ধরনের বহু ঘটনা রহিয়াছে। কিছু ঘটনা 'তাজকেরায়ে কুরতুবিয়া' কিতাবে লেখা হইয়াছে। বান্দার কাজ হইল, সে গোনাহ হইতে তওবা করিতে থাকিবে আর আল্লাহ পাকের কাছে তাওফীকের জন্য দোয়া করিতে থাকিবে।

(৩৭) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَسْتَرْكُ دَنْبًا وَلَا تَرْكُ دَنْبًا سَكَنَ بِهِ أَوْ نَزَلَ بِهِ كَلِمَةً كَسَى كُفْرًا كَوَجْهُهُ سَكَنَ بِهِ.

(রোহা ابن ماجه كذا في منتخب كنز العمال قلت واخرجه الحاكم في حديث طويل وصححه ولفظه قول لا اله الا الله لا يستر كذا دنبا ولا يترك دنبا اه وتعقب عليه الذهبي بان ذكره باضعيف وسقط بين محمد وام هاني وذكره في الجامع برواية ابن ماجه ورفعه بالضعف)

(৩৮) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইতে না কোন আমল আগে বাড়িতে পারে আর না এই কালেমা কোন গোনাহকে ছাড়িতে পারে।

(মুস্তাখাব কানযুল উম্মাল : ইবনে মাজাহ)

ফায়দা : “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইতে কোন আমল আগে বাড়িতে পারে না, ইহা তো স্পষ্ট। কোন আমলই এমন নাই যাহা কালেমা তাইয়েবাহ ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত মোট কথা প্রত্যেকটি আমলের জন্য ঈমানের প্রয়োজন। যদি ঈমান থাকে তবে ঐ সমস্ত আমলও কবুল হইতে পারে, নতুবা কবুল হইবে না। আর কালেমা তাইয়েবাহ যেহেতু স্বয়ং ঈমান, সেহেতু উহা কোন আমলের মুখাপেক্ষী নহে। এই কারণেই কোন ব্যক্তি যদি শুধু ঈমান রাখে এবং ঈমান ছাড়া তাহার কাছে আর কোন আমল না থাকে তবুও তো এক সময় ইনশাআল্লাহ সে অবশ্যই জান্নাতে যাইবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান রাখে না সে যতই পছন্দনীয় আমল করুক না কেন নাজাতেওর জন্য যথেষ্ট নহে।

হাদীসের দ্বিতীয় অংশ হইল, কোন গোনাহকে ছাড়ে না, ইহাকে যদি এই হিসাবে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি জীবনের শেষ সময় মুসলমান হয় এবং কালেমায়ে তাইয়েবাহ পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করে তবে ইহা একটি স্পষ্ট বিষয় যে, এই ঈমান গ্রহণ করিবার পূর্বে কুফরের অবস্থায় সে ব্যক্তি যত গোনাহ করিয়াছিল ঐ সকল গোনাহ সর্বসম্মত মত অনুযায়ী মাফ হইয়া যাইবে। আর যদি উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা পূর্ব হইতে পড়া বুঝায় তবে হাদীস শরীফের অর্থ হইল এই কালেমা অন্তর পরিষ্কার

ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার উপায় স্বরূপ। যখন এই পবিত্র কালেমার যিকির বেশী বেশী করা হইবে তখন অন্তর পরিষ্কার হইয়া যাওয়ার কারণে তওবা করা ব্যতীত স্বস্তিই পাইবে না এবং শেষ পর্যন্ত গোনাহ মাফের কারণ হইবে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি ঘুমাইবার সময় এবং ঘুম হইতে জাগিবার পর নিয়মিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে স্বয়ং দুনিয়াও তাহাকে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিবে এবং মুছিবত হইতে তাহাকে হেফাজত করিবে।

(৩৯) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بَصْعٌ وَبَصْعُونَ شُعْبَةٌ فَأَنْفَضَ لَهَا قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَذْنَاهَا إِمَامَةٌ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

اور حیا بھی ایک خصوصی شعبہ ہے ایمان کا،

(رواه الستة وغيرهم بالفاظ مختلفة واختلفت لیسیر فی العدد وغيره وهذا اخر ما اردت ايرادہ فی هذا الفصل وعایة لعدد الاربع بن والله السوفی لما یحب ویرضی)

(৪০) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ঈমানের সত্তরটিও বেশী শাখা রহিয়াছে। (কোন বর্ণনা মতে সাতাত্তরটি) এইগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া আর সর্বনিম্ন শাখা হইল, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা, ইট, লাকড়ি ইত্যাদি) হটাওয়া দেওয়া। আর লজ্জাও ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।

(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

ফায়দা : লজ্জাকে বিশেষ গুরুত্বের কারণে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা, ইহা বহু গোনাহের কাজ, যথা—জেনা, চুরি, অশ্লীল কথা, উলঙ্গপনা, গালিগালাজ ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকার কারণ হয়। অনুরূপ, এই লজ্জার খাতিরে মানুষ অনেক নেককাজ করিতেও বাধ্য হইয়া যায়। বরং দুনিয়া ও আখেরাতে লজ্জিত হইতে হইবে এই অনুভূতি মানুষকে অনেক নেক কাজ করিতে উৎসাহ দান করে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইত্যাদি তো আছেই, ইহা ছাড়াও যাবতীয় হুকুম

আহকাম পালন করার কারণ হয়।

প্রবাদ আছে, “توبه جیاباش دهر چرخهای کن” “তুমি নির্লজ্জ হও
অতঃপর যাহা মনে চায় তাহাই কর।”

সহীহ হাদীসেও বর্ণিত হইয়াছে : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ “তুমি যখন লজ্জাশীল হইবে না তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।” কেননা, সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং আত্মমর্যাদাবোধ একমাত্র লজ্জার কারণেই হইয়া থাকে। লজ্জা থাকিলে ইহা অবশ্যই মনে করিবে যে, যদি নামায না পড়ি তবে আখেরাতে কিরাপে মুখ দেখাইব। আর লজ্জা না থাকিলে মনে করিবে যে, কেহ কিছু বলিলে তেমন আর কি হইবে।

তাম্বীহ : এই হাদীসে ঈমানের সত্ত্বের অধিক শাখা এরশাদ ফরমাইয়াছেন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়াযাত বর্ণিত হইয়াছে। অনেক রেওয়াযাতে সাতাত্ত্বের সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। উপরে হাদীসের তরজমায় এইদিকে ইশারা করিয়া দিয়াছি। আলেমগণ ঈমানের এই সাতাত্ত্বটি শাখার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহার উপর বহু স্বতন্ত্র কিতাবও লিখিয়াছেন। ইমাম আবু হাতেম ইবনে হাব্বান (রহঃ) বলেন, “আমি এই হাদীসের মর্ম বুঝিবার জন্য বহু দিন যাবৎ চিন্তা করিতে থাকি। এবাদতসমূহ গণনা করিয়া দেখিলাম উহা সাতাত্ত্ব হইতে অনেক বেশী হইয়া যায়। হাদীসসমূহ তালিশ করি এবং হাদীস শরীফে যেইসব বস্তুকে বিশেষভাবে ঈমানের শাখার আওতায় উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি গণনা করিয়া দেখিলাম উহা সাতাত্ত্ব হইতে কম হইয়া যায়। আমি কুরআনে পাকের দিকে মনোযোগী হইলাম। কুরআন পাকে যেসব জিনিসকে ঈমানের আওতায় উল্লেখ করিয়াছে সেইগুলি গণনা করিলাম। তাও উল্লেখিত সংখ্যা হইতে কম ছিল। অবশেষে কুরআন ও হাদীস উভয়টিকে একত্রিত করিলাম এবং উভয়টির মধ্যে যেসব জিনিসকে ঈমানের অঙ্গ হিসাবে স্থির করা হইয়াছে উহা গণনা করিয়া যেগুলি উভয়টির মধ্যে অভিন্ন ছিল সেগুলিকে এক সংখ্যা ধরিয়া মোট হিসাব দেখিলাম। ইহাতে উভয়ের সমষ্টি অভিন্ন জিনিসগুলি বাদ দিলে এই সংখ্যার সহিত মিলিয়া যায় তখন আমি বুঝিলাম হাদীস শরীফের অর্থ ইহাই।

কাজী ইয়াজ (রহঃ) বলেন, একটি জামাত ঈমানের এই শাখাগুলি গুরুত্বসহকারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইজতেহাদের দ্বারা এই বিস্তারিত বিবরণকে হাদীসের উদ্দেশ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। অথচ এই সংখ্যার নির্দিষ্ট বিবরণ জানা না থাকিলে ঈমানের মধ্যে কোন

ত্রুটি বা কমি আসে না। কারণ ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলি ও শাখা-প্রশাখা সবকিছুই বিস্তারিতভাবে জানা আছে এবং প্রমাণিতও আছে।

আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, এই সংখ্যার বিবরণ আল্লাহ ও তাহার রাসূলই জানেন এবং ইহা শরীয়তের মধ্যে রহিয়াছে। অতএব, ইহার সংখ্যার সহিত বিস্তারিত বিবরণ না জানা মোটেও ক্ষতিকর নয়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের এই শাখাসমূহের মধ্যে ‘তওহীদ’ তথা কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহা হইতে জানা গেল যে, ঈমানের মধ্যে তওহীদের মর্তবা সব শাখার উপরে। ইহার উপরে ঈমানের আর কোন শাখা নাই। সুতরাং বুঝা গেল তওহীদই হইল মূল বিষয় যাহা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরী যাহার উপর শরীয়তের হুকুম-আহকাম আরোপিত হয়। আর সর্বনিম্ন শাখা হইল, ঐ সকল বিষয় দূর করিয়া দেওয়া যাহা কোন মুসলমানের ক্ষতির সম্ভাবনা রাখে। বাকী সমস্ত শাখা এই দুইয়ের মাঝখানে রহিয়াছে। এইগুলির বিস্তারিত বিবরণ জানা জরুরী নয় ; বরং সমষ্টিগতভাবে উহার উপর ঈমান আনিলেই যথেষ্ট হইবে। যেমন সমস্ত ফেরেশতার উপর ঈমান আনা জরুরী অথচ তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ ও তাহাদের সকলের নাম আমরা জানি না! ঈমানের জন্য ইহাই যথেষ্ট।

তথাপি মোহাদ্দেসগণের এক জামাত এই সমস্ত শাখার নাম উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন কিতাব লিখিয়াছেন। আবু আবদুল্লাহ হালিমী (রহঃ) ইহার উপর কিতাব লিখিয়াছেন, উহার নাম দিয়াছেন ‘ফাওয়ায়েদুল মিনহাজ’। এমনিভাবে ইমাম বায়হাকী (রহঃ) ‘শু‘আবুল ঈমান’ নামক কিতাব লিখিয়াছেন। একই নামে শায়েখ আবদুল জলীল (রহঃ) কিতাব লিখিয়াছেন। ইসহাক ইবনে কুরতুবী (রহঃ) ‘কিতাবুল নাছায়েহ’ নামক কিতাব লিখিয়াছেন। ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) ‘ওয়াছফুল ঈমান ওয়া শুআবিহ্’ নামক কিতাব লিখিয়াছেন।

বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারগণ এই বিষয়ের বিভিন্ন কিতাব হইতে সারোদ্ধার করিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে জমা করিয়াছেন। যাহার সারমর্ম হইল এই যে, পূর্ণাঙ্গ ঈমান তিনটি জিনিসের সমষ্টির নাম।

প্রথমতঃ তাসদীকে কালবী। অর্থাৎ অন্তর দ্বারা দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ের একীকরণ।

দ্বিতীয়তঃ জবানের স্বীকারোক্তি ও আমল।

তৃতীয়তঃ শরীরের আমলসমূহ।

অর্থাৎ, ঈমানের সমুদয় শাখা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম যাহার সম্পর্ক নিয়ত, বিশ্বাস ও অন্তরের আমলের সহিত। দ্বিতীয় যাহার সম্পর্ক মুখের সহিত। তৃতীয় উহা যাহার সম্পর্ক শরীয়তের অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত। ঈমান সম্পর্কিত যাবতীয় জিনিস এই তিন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার—সমস্ত বিশ্বাস ও আকীদাগত বিষয়সমূহ যাহার অন্তর্ভুক্ত। উহা মোট ৩০টি জিনিস। যথা :

(১) আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আনা। ইহার মধ্যে আল্লাহর জাত ও ছিফাত (গুণাবলী)এর উপর ঈমান আনা शामिल রহিয়াছে। আর এই একীন রাখাও উহার অন্তর্ভুক্ত যে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তা এক অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহার কোন তুলনাও নাই।

(২) আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই পরবর্তীতে সৃষ্টি হইয়াছে, একমাত্র তিনিই অনন্তকাল হইতে আছেন।

(৩) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা।

(৪) আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা।

(৫) আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বরগণের প্রতি ঈমান আনা।

(৬) তকদীরের উপর ঈমান আনা যে ভালমন্দ সবকিছু একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হইতে হয়।

(৭) কিয়ামত সত্য—এই কথার উপর ঈমান আনা। কবরের সওয়াল-জওয়াব, কবরের আজাব, মৃত্যুর পর পুনরায় জিন্দা হওয়া, হিসাব-নিকাশ, আমলের ওজন, পুলছিরাত পার হওয়া এই সবকিছু কিয়ামতের উপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত।

(৮) জান্নাতের উপর একীন ও বিশ্বাস করা এবং এই একীন করা যে, ইনশাআল্লাহ মোমিন বান্দারা জান্নাতে চিরকাল থাকিবে।

(৯) জাহান্নামের উপর একীন করা এবং একীন রাখা যে, জাহান্নামে কঠিন শাস্তি রহিয়াছে আর উহাও চিরস্থায়ী হইবে।

(১০) আল্লাহ পাকের সহিত মহব্বত রাখা।

(১১) কাহারও সহিত আল্লাহর জন্যই মহব্বত রাখা এবং আল্লাহর জন্যই কাহারও সহিত দূশমনী রাখা। (অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের সহিত মহব্বত রাখা ও তাহার নাফরমানদের সহিত শত্রুতা রাখা) সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) বিশেষ করিয়া মোহাজেরীন ও আনছার শাহাবীগণ ও ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরগণের প্রতি মহব্বত রাখাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১২) ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মহব্বত রাখা। তাঁহাকে সম্মান করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত, তাঁহার উপর দরুদ শরীফ পড়া এবং তাঁহার সুন্নতের অনুসরণ করাও মহব্বতেরই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

(১৩) এখলাছ। যাহার মধ্যে রিয়াকারি ও মোনাফেকী না করাও शामिल রহিয়াছে।

(১৪) তওবা। অর্থাৎ কৃত গোনাহের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ় ওয়াদা করা।

(১৫) আল্লাহর ভয়।

(১৬) আল্লাহর রহমতের আশা করা।

(১৭) আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ না হওয়া।

(১৮) আল্লাহর শোকর করা।

(১৯) ওয়াদা পূরণ করা।

(২০) ছবর করা।

(২১) বিনয়-নম্রতা। বড়দেরকে সম্মান করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২২) স্নেহ ও দয়া। ছোটদেরকে স্নেহ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২৩) তকদীরের উপর রাজী থাকা।

(২৪) তাওয়াঙ্কুল অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা করা।

(২৫) আত্মগর্ব ও আত্মপ্রশংসা ত্যাগ করা ; আত্মশুদ্ধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২৬) বিদ্বেষ না রাখা। হিংসাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২৭) ‘আইনী’ নামক কিতাবে এই নম্বর বাদ পড়িয়াছে। আমার খেয়ালে এখানে ‘হায়া’ অর্থাৎ লজ্জা করা হইবে। যাহা লেখকের ভুলের দরুন বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

(২৮) রাগ না করা।

(২৯) ধোকা না দেওয়া। অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা না করা ও প্রতারণা না করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩০) দুনিয়ার মহব্বত দিল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া। মালের মহব্বত ও সম্মানের লোভও ইহাতে রহিয়াছে।

আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে দিলের দ্বারা সমাধা হয় এইরূপ সমস্ত আমল আসিয়া গিয়াছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও কোন আমল রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, কোন না কোন একটির মধ্যে উহা আসিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার :

জবানের আমল : ইহার ৭টি শাখা রহিয়াছে।

- (১) কালেমা তাইয়েবা পড়া।
- (২) কুরআন পাক তেলাওয়াত করা।
- (৩) দ্বীনি এলেম শিক্ষা করা।
- (৪) অন্যদেরকে দ্বীনি এলেম শিক্ষা দেওয়া।
- (৫) দোয়া করা।
- (৬) আল্লাহর যিকির করা। ইস্তেগফারও ইহার অন্তর্ভুক্ত।
- (৭) বেকার বা অনর্থক কথা না বলা।

তৃতীয় প্রকার : অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল : ইহা মোট ৪০টি।

যাহা তিনভাগে বিভক্ত :

প্রথম ভাগ : নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত ; ইহার ১৬টি শাখা।

(১) পবিত্রতা হাসিল করা। শরীর, পোশাক, জায়গা, এই সবকিছু পবিত্র রাখা ইহার অন্তর্ভুক্ত। শরীর পবিত্র রাখার মধ্যে অজু, হায়েজ, নেফাস ও জানাবাতের গোছলও অন্তর্ভুক্ত।

(২) নামাযের পাবন্দি করা এবং উহা কায়েম করা (অর্থাৎ নামাযের সমস্ত আদব ও শর্ত সহকারে নামায পড়া, যেমন ফাযায়েলে নামাযের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে)। ফরজ, নফল সময়মত আদায় ও কাজা সর্বপ্রকার নামায ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) ছদকা করা। যাকাত, ছদকায়ে ফেতর, দান-খয়রাত, মেহমানদারী, লোকদেরকে খাওয়ান, গোলাম আজাদ করা এই সবকিছু ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৪) রোযা রাখা। ফরজ ও নফল উভয় প্রকার।

(৫) হজ্জ করা। ফরজ হজ্জ ও নফল হজ্জ উভয় প্রকার এবং ওমরা ও তাওয়াফও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৬) এতেকাফ করা। শবে কদর তালাশ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৭) দ্বীনের হেফাজতের জন্য বাড়ীঘর ত্যাগ করা। হিজরত করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৮) মান্নত পূরা করা।

(৯) কছম খাইলে উহার হেফাজত করা।

(১০) কাফফারা আদায় করা।

(১১) নামায অবস্থায় অথবা নামাযের বাহিরে ছতর ঢাকিয়া রাখা।

(১২) কুরবানী করা, কুরবানীর পশুর দেখাশুনা ও যত্ন করা।

(১৩) জানাযার এহতেমাম করা ও উহার যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা করা।

(১৪) কর্জ পরিশোধ করা।

(১৫) লেনদেন শরীয়ত মোতাবেক করা, সূদ হইতে বাঁচিয়া থাকা।

(১৬) হকের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া, সত্য গোপন না করা।

দ্বিতীয় প্রকার : অন্যের সহিত আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত। ইহার ৬টি শাখা :

(১) বিবাহের দ্বারা হারাম হইতে বাঁচা।

(২) পরিবার-পরিজনের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উহা আদায় করা। চাকর-বাকর ও খাদেমের হকও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) মাতাপিতার সহিত সদ্যবহার করা। নম্ন আচরণ করা ও তাহাদের কথা মানিয়া চলা।

(৪) সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৫) আত্মীয়-স্বজনের সহিত সুসম্পর্ক রাখা।

(৬) বড়দের অনুগত হওয়া ও কথা মানিয়া চলা।

তৃতীয় ভাগ : সাধারণ হক সম্পর্কিত। ইহার ১৮টি শাখা।

(১) ইনছাফের সহিত শাসন করা।

(২) হক্কানী জমাতের সহিত থাকা।

(৩) শাসনকর্তার অনুগত হইয়া চলা। (যদি শরীয়তবিরোধী কোন হুকুম না হয়।)

(৪) পারস্পরিক বিষয়সমূহের সংশোধন করা। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও বিদ্রোহীদের দমন ও জিহাদ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৫) নেক কাজে অন্যের সহযোগিতা করা।

(৬) নেক কাজে আদেশ করা, অন্যায় কাজে নিষেধ করা। ওয়াজ ও তবলীগও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৭) হদ অর্থাৎ শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি বিধান কায়েম করা।

(৮) জিহাদ করা। সীমান্ত রক্ষা করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৯) আমানত আদায় করা। গণীমত অর্থাৎ জেহাদে প্রাপ্ত মাল বায়তুল মালে জমা দেওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১০) করজ প্রদান করা ও পরিশোধ করা।

- (১১) প্রতিবেশীর হক আদায় করা, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা।
 (১২) লেনদেন সঠিকভাবে করা। বৈধ পন্থায় মাল জমা করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১৩) মাল-দৌলত উপযুক্ত স্থানে খরচ করা। বেহুদা খরচ, অপব্যয় ও কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১৪) ছালাম করা ও ছালামের উত্তর দেওয়া।

(১৫) কেহ হাঁচি দিলে উহার জবাবে 'ইয়ার্ হামুকাল্লাহ' বলা।

(১৬) দুনিয়াবাসীর সহিত ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক আচরণ না করা।

(১৭) বেহুদা কাজ ও খেলতামাশা হইতে বিরত থাকা।

(১৮) রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া ফেলা।

ঈমানের মোট এই ৭৭টি শাখা হইল। এই সবার মধ্যে কোন কোনটিতে একটিকে অপরটির অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। যেমন, সঠিক লেনদেনের মধ্যে মাল জমা করা ও খরচ করা উভয়টি দাখিল হইতে পারে। এমনভাবে চিন্তা করিলে আরও সংখ্যা কমানো যাইতে পারে। এই হিসাবে সন্তুর অথবা সাতষটি সংখ্যা সম্বলিত হাদীসের অধীনেও উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতে পারে।

ঈমানের এই শাখাসমূহ বর্ণনায় আমি বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী (রহঃ)এর বক্তব্যকে মূল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। কেননা, তিনি ধারাবাহিক নম্বর সহ এই তালিকা পেশ করিয়াছেন। আর হাফেজ ইবনে হযর (রহঃ)এর 'ফতহুল বারী' ও আল্লামা কারী (রহঃ)এর 'মেরকাত' গ্রন্থদ্বয় হইতে এইগুলির ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিয়াছি।

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, ঈমানের সমস্ত শাখা-প্রশাখা সংক্ষিপ্তভাবে এইগুলিই, যাহা উপরে বর্ণিত হইল। এখন মানুষের কর্তব্য হইল, এই সমস্ত শাখা-প্রশাখার ভিতরে চিন্তা-ফিকির করিবে, যেইগুলি নিজের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, উহার উপর আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করিবে। কেননা একমাত্র তাঁহারই দয়া, মেহেরবানী ও খাছ তওফীকেই কোন ভালাই হাছিল হইতে পারে। আর যেইসব শাখা ও গুণাবলীর ব্যাপারে নিজের মধ্যে ত্রুটি বা কমি মনে করিবে সেইগুলি হাছিল করার জন্য চেষ্টা করিবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট তওফীকের জন্য দোয়া করিতে থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায় কালেমায়ে ছুওমের ফাযায়েল

কালেমায়ে ছুওম অর্থাৎ, 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।' কোন কোন বর্ণনায় ইহার সহিত 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ-রও উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীস শরীফে এই কালেমাগুলির অনেক বেশী ফযীলত আসিয়াছে। এই কালেমাগুলি 'তসবীহে ফাতেমী' নামেও প্রসিদ্ধ। ইহার কারণ হইল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কালেমাগুলি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কেও শিক্ষা দিয়াছেন। যাহার বিবরণ সামনে আসিতেছে। এই অধ্যায়ের মধ্যেও যেহেতু কালামে পাকের আয়াত এবং হাদীসসমূহ অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে, কাজেই ইহাকে দুইটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হইল। প্রথম পরিচ্ছেদে আয়াতসমূহ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হাদীসসমূহ বর্ণিত হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইহাতে ঐ সমস্ত আয়াত বর্ণনা করা হইতেছে যেগুলির মধ্যে সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার-এর বিষয়বস্তু আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাই নিয়ম যে, যে জিনিস যত বেশী মর্যাদাসম্পন্ন হয় উহা তত বেশী গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়, বিভিন্ন উপায়ে উহাকে অন্তরে বদ্ধমূল বা হৃদয়ঙ্গম করানো হয়। অতএব কুরআন পাকে এই শব্দগুলির ভাবার্থও বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম শব্দ হইল, 'সুবহানাল্লাহ' ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ তয়ালা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি ও আয়েব হইতে মুক্ত; আমি পরিপূর্ণভাবে তাঁহার পবিত্রতা স্বীকার করিতেছি। এই বিষয়টিকে আদেশ হিসাবেও বলিয়াছেন অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তয়ালা পবিত্রতা বর্ণনা কর। সংবাদ হিসাবেও বলিয়াছেন, অর্থাৎ ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য মখলুকও আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনভাবে অন্যান্য শব্দের বিষয়বস্তুও কালামে পাকে বিভিন্ন শিরোনামে উল্লেখ করিয়াছেন।

ۛے ہوش ہو کر گر گئے تھے، پھر جب فاقہ
ہوا تو عرض کیا کہ بیشک آپ کی ذات (ان آنکھوں کے دیکھنے سے اور ہر عیب سے پاک
ہے میں) (دیدار کی درخواست سے) توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا
ہوں۔

ۛ) ہۛر ت مۛسا (آۛ) ۛن آاللہ تالار اک تالاللیتے
بےش ہئیآ پڈیآ گییآھیلن) اتۛپر ۛن تاہار ہش فیریآ
آسیل تینی بلیلن، نیشۛ آپنار ۛات (ہی ۛشۛ دہآ ہئیتے
اےۛ سمست دوش-کڑی ہئیتے) پبیر۔ آمی آپناکے (دہآر آاےدن
ہئیتے) توبا کریتےھئ اےۛ آمی سربپرم آمان آنینکاری۔

(سۛرآ آا راف، رکۛ ۛ ۛۛ)

بیشک جو اللہ کے مقرب ہیں (یعنی
فرشتے) وہ اس کی عبادت سے بکر نہیں
کرتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور
اُسی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔

ۛ) اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا
یَسْجُدُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَیَسْتَعِذُّوْهُ
وَلَا یَسْجُدُوْنَ ۝ (سورۛ اعراف رکوۛ ۛۛ)

ۛ) نیۛسندے ۛاھارا آاللہ تالار نیکٹۛپراپٹ (اُتھاۛ
فیرش تارا) تاہارا آاللہر اےبادتے اھنکار کرے نا۔ تاہار
پبیرتا ورنآ کریتے ٛاکے اےۛ تاہاکے ہی سجدہ کریتے ٛاکے۔

(سۛرآ آا راف، رکۛ ۛ ۛۛ)

فایدا ۛ سۛفیآے کیرام لیخیآھن، ہی آآاتےر مۛثۛ اھنکار
نا کرار ویشۛ آگے ائلےخ کرییآ ہی دیکے ہیجیت کرآ ہئیآھے ۛے،
اھنکار دۛر کرآ اےبادتےر پرت ۛتۛبان ہوآار اۛپآ، اھنکارےر
کارے اےبادتے کڑی ہی۔

ۛ) اس کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن
کو وہ کافر اس کا شریک بناتے ہیں۔

ۛ) سُبْحَانَكَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
(سورۛ توبہ رکوۛ ۛۛ)

ۛ) تاہار ۛات ہی سمست جینس ہئیتے پبیر ۛےولیکے تاہارا
(کارےرآ تاہار سہیت) شریک ساہاست کرے۔ (سۛرآ توبا، رکۛ ۛ ۛۛ)

ۛ) دَعُوْهُمْ فِیْهَا سُبْحَانَكَ
اللّٰهُمَّ وَتَجِیْئُهُمْ فِیْهَا سَلٰوَمٌ وَ

اِخْرَدُوْهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ ۝ (سورۛ یونس رکوۛ ۛۛ)
اُن سے خلاصی ہوگئی تو، آفریں کہیں گے الحمد للہ رب العالمین۔

ۛۛ) (ہی سمست آاللاتیڈےر) مۛخ ہئیتے 'سۛہانا کاللاھۛما' کٛٛٛ
ہاہیر ہئیے و تاہادےر پراسپر سالام ہئیے 'آاسسالامۛ'
(آالاہیکوم)۔ (تاہارا ۛن دۛنیآر کٹےر کٛٛ آمرن کریرے اےۛ ہی
کٛٛ منے کریرے ۛے، اھن ۛیرکالےر آنآ دۛنیآر کٹ ہئیتے مۛجیت
لاذ کرییآھئ)۔ تھن سربشےے بلیے، آال-ہامدۛللیلاہی رابیل
آالامین۔ (سۛرآ ہیۛنۛس، رکۛ ۛ ۛۛ)

ۛۛ) سُبْحَانَكَ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
(سورۛ یونس رکوۛ ۛۛ)

ۛۛ) سہی ۛات ہی سمست جینس ہئیتے پبیر و اُڈےر، ۛےولیکے
کارےرآ تاہار سہیت شریک ساہاست کرے۔ (سۛرآ ہیۛنۛس، رکۛ ۛ ۛۛ)

ۛۛ) قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَكَ
هُمُ الْغٰفِیُّ ۝ (سورۛ یونس رکوۛ ۛۛ)

ۛۛ) تاہارا بلے ۛے، آاللہ تالار سستان رھیآھے۔ آاللہ
تالآ ہی ہئیتے پاک ۛ تینی کارار و مۛٛاپےکئی نہن۔

ۛۛ) وَتَسْبِحَانَ اللّٰهُ وَمَا اَكَا مِنْ
الْمُشْرِکِیْنَ ۝ (سورۛ یوسف رکوۛ ۛۛ)

ۛۛ) آاللہ تالآ (سمست دوش ہئیتے) پبیر۔ آار آمی
مۛشاریکڈےر اسٹڈۛ نہی۔ (سۛرآ ہیۛنۛس، رکۛ ۛ ۛۛ)

ۛۛ) وَیَسْبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ
السَّلاٰیكُ مِنْ خِیْفَتِهِ ۝
(سورۛ زمر رکوۛ ۛۛ)

ۛۛ) اےۛ راد (فیرش تآ) تاہار پشہسا سہکارے پبیرتا ورنآ
کرے۔ آار آنآانآ فیرش تارا و تاہار ڈےے (پشہسا و پبیرتا ورنآ

854

(۲۳) قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا
بَشَرًا مِّثْلُكُمْ (سورہ بنی اسرائیل ۱۱۰)
آپ ان لغو مطالبوں کے جواب میں جو
وہ کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ سبحان اللہ میں تو
ایک آدمی ہوں، رسول ہوں (خدا نہیں ہوں کہ جو چاہے کروں)

(۲۴) آپانی (توہادے اہتوک فرمایہشسموہر جبابہ) بلیا
دین، سوہانائلاہ! آمی تو اکجن مانوہ، اکجن راسول۔ (آللاہ
نہی، یہ یاہا ایحہا کریتہ پاریب) (بنی اسرائیل، رکوع ۱۰)

(۲۴) قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ إِنَّ
كَانَ وَعْدُ رَبِّي لَفَعْلًا (سورہ بنی اسرائیل)
ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر جاتے
ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے۔ بے شک اس کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔

(۲۵) (ایہ سمست ونامادے سمستوہ یخن کورآن شریف پڈا ہئ
تخن تاہارا ٹوتنیر اُپر سجدای پڈیا یای اہو) تاہارا بلہ،
آمادے رب پبتر؛ نیشیہ ای تاہار ویاا ابشای ورن ہئیہ۔
(بنی اسرائیل، رکوع ۱۱۲)

(۲۵) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ
فَاَوْحَىٰ اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّا
عِشْيًا (سورہ مریم رکوع ۱)
پس حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ
والسلاّم، حجرہ میں سے باہر تشریف لائے اور
اپنی قوم کو اشارہ سے فرمایا کہ تم لوگ صبح اور
شام خدا کی تسبیح کیا کرو۔

(۲۶) اتھپر (ہیڑت یاکاریا (آہ)) ہجرا ہئیہ باہرہ
تشریف آنیلن اہو آپن کومکے ایشارای بلیلن، توہارا
سکال-سکنا آللاہر تاسوہ پڈیتہ ٹاک۔ (ماریام، رکوع ۱)

(۲۶) مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ
وَلَدٍ سُبْحَانَهُ (سورہ مریم رکوع ۲)
اللہ جل شانہ کی یہ شان (ہی) نہیں کہ وہ
اولاد اختیار کرے وہ ان سب قصوں سے
پاک ہے۔

(۲۷) آللاہ تاایلاہ ایہ شانہ نہی یہ، تینی سبتان ابولمبن
کریبن۔ تینی ایہسب بیضی ہئیہ پبتر۔ (ماریام، رکوع ۲)

(۲۷) وَبَسَّحْ بِحَبْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ اَنْتَ
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آپ ان لوگوں کی مانند
ہوں پر صبر کیجئے، اور اپنے رب کی حمد و ثنا

الَّذِي فَطَرَ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ
تَرْضٰی (سورہ طہ ۸)
کے ساتھ تسبیح کرتے رہا کیجئے آفتاب نکلنے
سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کے
اوقات میں تسبیح کیا کیجئے اور دن کے اول و آخر میں تاکہ آپ اس ثواب اور بے انتہا بدلے
پر جو ان کے مقابلہ میں ملنے والا ہے بے حد خوش ہو جائیں۔

(۲۹) (ہو موہامد ساللااللاہ آللاہیہ ویاساللاہ! آپانی تاہادے
اسطت کٹار اُپر حبر کرن) اہو آپن ربرہر طرشا سہکارے
تاسوہ پٹ کریتہ ٹاکون سوہادےرہر و سوہاستورہ و سوہا
سمیولیتہ تاسوہ پڈون اہو دینر شوروتہ و شہہ۔ یاہاتہ
آپانی (ٹہار بینمیہ سویابو افسورست طریدانہ اتیست) آنندیت
ہن۔ (سورہ طہ، رکوع ۷)

(۲۸) يَسْبِحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُوْنَ
(سورہ انبیاء رکوع ۲)
اللہ کے مقبول بندے اس کی عبادت سے
تھکے نہیں، شب روز اللہ کی تسبیح
کرتے رہتے ہیں کسی وقت بھی موقوف نہیں کرتے۔

(۲۹) (آللاہر مکبول باندانان تاہار ابادتہ کلاست ہئ نا)
دیواراٹری آللاہ تاایلاہ تاسوہ پڈیتہ ٹاکہ۔ کخنو بکن کرہ نا۔
(سورہ انبیاء، رکوع ۲)

(۲۹) فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ
عَمَّا يُصِفُونَ (سورہ انبیاء رکوع ۲)
اللہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے عرش کا ان سب
انوسے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے
ہیں کہ تعوذ باللہ اس کے شریک ہیں یا اس کے اولاد ہے۔

(۳۰) آللاہ تاایلاہ یینی آرشہر مالیک۔ ایہ سکون لاک یاہا
کیٹو بلہ تاہا ہئیہ تینی پبتر۔ (یہمن ناڈیوہیلاہ تاہار شریک
آٹھہ با آولاد رہیہاٹھہ) (سورہ انبیاء، رکوع ۲)

(۳۰) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا
سُبْحٰنَہٗ (سورہ انبیاء رکوع ۲)
یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ (تعوذ باللہ)
رحمن نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو)
اولاد بنایا ہے اس کی ذات اس سے پاک ہے۔

(۳۱) کافرہر بلیا ٹاکہ یہ، (ناڈیوہیلاہ) راہمان (اٹھا
آللاہ تاایلاہ فہرشتادےرہر) سبتانرکپہ طرن کریہاٹھہ۔ تاہار
سبتا ایہسب بیضی ہئیہ پبتر۔ (سورہ انبیاء، رکوع ۲)

(۳۱) دَسْخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْهَبَالِ
ہم نے پہاڑوں کو داؤد (علی نبینا وعلیہ
الصلوٰۃ والسلام) کے تابع کر دیا تھا کہ ان
کی تسبیح کے ساتھ وہ بھی تسبیح کیا کریں اور اسی طرح پرندوں کو (تابع کر دیا تھا کہ وہ بھی حضرت
داؤد کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کیا کریں)

(۳۱) پاہاڈس مھکے آمی داؤد (آ:) یر انوغت کریریا
دیراھیلآم یعن تہار تسبہہر ساثے تہاراو تسبہہ پڈے ابرے
(امرینا برے) پاخیدیرکےو (انوغت کریریا دیراھیلآم یعن تہار
تسبہہر ساثے تہاراو یعن تسبہہ پڈے) (سورہ اسبیرا، رکھ: ۷)

(۳۲) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ
حضرت یونس نے تاریکیوں میں پکارا
کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ (سورہ انبیا رکھ: ۶)
کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ سب
عیوب سے پاک ہیں میں بے شک قصور وار ہوں۔

(۳۲) (ہیرت ایڈنوس (آ:) اھکارے ڈاکیلن) آپانی براتی آر
کھ مابود نای، آپانی یابتری دوش-آڑی ایڈے پبر۔ آمی
نیر: سندھے اپراری۔ (سورہ اسبیرا، رکھ: ۷)

(۳۳) سُبْحَانَكَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ
اللہ تعالیٰ ان سب اُمور سے پاک ہے
جو یہ بیان کرتے ہیں۔ (سورہ تونون رکھ: ۵)

(۳۳) ایہارا یاہا کھ بے، آلالہہ تیرالآ سہ سبکھ ایڈے
پبر۔ (سورہ مومنین: رکھ: ۵)

(۳۴) سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ
عَظِيمٌ (سورہ نور رکھ: ۲)
سبحان اللہ یہ (لوگ جو کچھ حضرت عائشہ
کی شان میں تہمت لگاتے ہیں) بہت
بڑا بہتان ہے۔

(۳۴) سوبہانا للہ! ایہارا ہیرت آیرشا (رایہ:) یر شانے ی
اپباد دے، ایہا اتری بڈ اپباد۔ (سورہ نور، رکھ: ۲)

(۳۵) يَسْبَحُ لَهُ فِيهَا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
ان (مجدوں) میں ایسے لوگ صبح وشام اللہ کی
تسبیح کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور
نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے خردیا
غفلت میں ڈالتا ہے زفر وخت کرنا وہ
الزکوٰۃ یخافون یومًا تَقَلَّبُ فِيْهِ

الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (سورہ نور رکھ: ۵)
ایسے دن (کے عذاب) سے ڈرتے ہیں
جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی (یعنی قیامت کے
دن سے)

(۳۵) ایہ مسجیدس مھکے سکاں-سکھا امرن سب لاک آلالہہر
تسبہہ پڈیرا تہاے یاہادیرکے آلالہہر یرکیر ایڈے ابرے نامای
آدای کرا ایڈے و یاکات دےو یا ایڈے کر-برکیر گافن کریرے
پارے نا۔ تہارا ای دیرن شاسیکے بڑ کرے یہیدین انکے اتر
ابرے انکے آھ ڈلیریا یایہ۔ (ارثا: کیرامتر دیرکے بڑ کرے) (سورہ نور، رکھ: ۵)

(۳۶) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْبَحُ لَهٗ
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرِ
صٰفٰتٍ مَّكْلُودٌ عَلٰی مَسَلٰتِهٖ
وَيَسْبَحُ لَهٗ وَاللّٰهُ عَلٰی عَرْشِهٖ مُبْتَغِيْنَ
(سورہ نور رکھ: ۶)
(اے مخاطب) کیا تجھے (دلائل اور مشاہدہ
سے) یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ جل شانہ کی تسبیح
کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین
میں ہیں اور (خصوصاً) پرندے بھی جو پر پھیلاتے
ہوئے (اڑتے پھرتے) ہیں سب کو اپنی اپنی
دعا (نماز) اور اپنی اپنی تسبیح (کا طریقہ) معلوم ہے اور اللہ جل شانہ کو سب کا حال اور
جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ سب معلوم ہے۔

(۳۶) (ہے شہوت!) تومار کی (پراماادی و سچکھے پراتک کرار
درا ایہ کھا) آنا ہیر نای ی، آاسمان و آمینے یاہاکھ آاھ،
سب آلالہہ تیرالآر پبرترتا برنا کرے۔ (بشہت:) ڈانا برتار
کریرا ایڈت پاخیو۔ پراتکیرے ای نیآ نیآ دیرا (نامای) و نیآ نیآ
تسبہہ (پڈار تریکا) آنا آاھ۔ سکلر ابرسا ابرے مانوس
یاہاکھ کرے آلالہہ تیرالآ تہا سب آانن۔ (سورہ نور، رکھ: ۷)

(۳۷) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ
يَنْبَغِي لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ
اَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَاَبَاءَهُمْ
حَتّٰی نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُرْهًا
(سورہ فرقان رکھ: ۲)

کے سوا اور کسی کو کارساز تجویز کرتے بلکہ یہ (احتمق خود ہی بجائے شکر کے کفر میں مبتلا ہوئے) کہ آپ نے اُن کو اور اُن کے بڑوں کو خوب ثروت عطا فرمائی یہاں تک کہ یہ لوگ (دولت کے نشہ میں شہوتوں میں مبتلا ہوئے اور) آپ کی یاد کو بھلا دیا اور خود ہی برباد ہو گئے۔

৩৭ (কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে এবং ইহারা যাহাদের পূজা করিত সকলকে একত্র করিয়া উপাস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করিবেন তোমরা কি ইহাদেরকে গোমরাহ করিয়াছিলে? তখন) তাহারা বলিবে, সুবহানাল্লাহ! আমাদের কি ক্ষমতা ছিল যে, আপনাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও মালিক সাব্যস্ত করিব? বরং (এইসব বোকার দল নিজেরাই আল্লাহর শোকর গুজারী না করিয়া কুফরীতে লিপ্ত হইয়াছে।) আপনি ইহাদেরকে এবং ইহাদের বড়দেরকে খুব প্রাচুর্য দিয়াছিলেন; পরিণামে ইহারা (সম্পদের নেশায় খাহেশাতে লিপ্ত হইয়াছিল।) আর আপনার কথা ভুলিয়া গিয়াছে এবং নিজেরাই ধ্বংস হইয়াছে।

(সূরা ফোরকান, রুকুঃ ২)

(۳۸) فَوَكَّكُنَا عَلَىٰ الْوَحْيِ
لَا يَكُونُ وَاسْطَاحُ بِحَدِّهِ وَكَفَىٰ
بِهِ بِذُنُوبٍ عِمَادَةً خَيْرًا
(سورہ فرقان ۳۵)

اور اُس ذات پاک پر توکل رکھتے ہوئے
ہے اور کبھی اس کو فنا نہیں اور اسی کی تعریف
کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے (یعنی تسبیح
و تحمید میں مشغول رہتے کسی کی مخالفت
کی پرواہ نہ کیجئے) کیونکہ وہ پاک ذات اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ (قیامت
میں ہر شخص کی مخالفت کا بدلہ دیا جائے گا)

৩৮ আর ঐ পাক যাতের উপর তাওয়াক্কুল করুন, যিনি চিরঞ্জীব, কখনও তিনি ফানা হইবেন না। তাঁহারই প্রশংসা সহকারে তসবীহ পড়িতে থাকুন। (অর্থাৎ তসবীহ-তাহমীদে মশগুল থাকুন ; কাহারও বিরোধিতার পরওয়া করিবেন না।) কেননা, ঐ পাক যাত স্বীয় বান্দাদের গোনাহ সম্পর্কে পুরাপুরি জ্ঞাত। (কেয়ামতের দিন প্রত্যেকের বিরুদ্ধাচরণের বদলা দেওয়া হইবে।) (সূরা ফোরকান, রুকু : ৫)

(۳۹) فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○
(سورہ نمل رکوع ۱)
الْعَرْبُ الْعَالَمِينَ ہر قسم کی کدورت
سے پاک ہے۔

৩৯ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র।
(সূরা নামল, রুকু ৪ ১)

(۴) سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورہ قصص رکوع ۷)

اللہ جلّ جلالہ ان سب چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ مشرک بیان کرتے ہیں اور ان سے بالاتر ہے۔

(৪০) মুশরিকরা যাহা কিছু বলে, আল্লাহ তায়ালা ঐ সবকিছু হইতে পবিত্র এবং উর্ধ্ব। (সূরা কাছাছ, রুকুঃ ৭)

۴۱) فَسَبَّحَانَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ
وَحِينَ تَضِيحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
السُّبُوتِ وَالْآدِنِ وَعَشِيًّا وَحِينَ
تُظْهِرُونَ ۝ (سورہ روم رکوع ۲۵)

پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت
(یعنی رات میں) اور صبح کے وقت اور اسی
کی حمد (کی جاتی) ہے تمام آسمانوں میں اور
زمین میں اور اسی کی (تسبیح و تحمید کیا کرو)
شام کے وقت بھی (یعنی عصر کے وقت بھی) اور ظہر کے وقت بھی۔

(৪১) অতএব তোমরা আল্লাহর তসবীহ পড় সন্ধ্যায় (অর্থাৎ রাত্রিকালে) এবং সকালে। সমস্ত আসমান-জমীনে তাহারই প্রশংসা করা হয়। আর তাঁহার তসবীহ ও প্রশংসা কর সন্ধ্যায় (অর্থাৎ আছরের সময়ও) এবং জোহরের সময়ও। (সূরা রুম, রুকুঃ ২)

(۴۲) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱﴾
 (سورہ روم رکوع ۳۰)
 (منسوب کر کے) بیان کرتے ہیں۔
 اللہ جل شانہ کی ذات پاک اور بالاتر ہے
 ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کی طرف

(৪২) আল্লাহ তায়ালা যাত এই সব জিনিস হইতে পবিত্র ও উর্ধ্ব
যেইগুলিকে তাহারা আল্লাহর সহিত সম্পৃক্ত করিয়া বর্ণনা করে।
(সূরা রাম, রুকু ৪৪)

(۴۳) اِنشَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِيْنَ
اِذَا دُكِّرَ بِهَا اخْرَجُوا سَجْدًا وَاَسْمَعُوْا
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْكَبُوْنَ ۝
(سورۃ سجده کو ۲۷)

پس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ تجبر نہیں کرتے۔

৪৩) আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঐ সমস্ত লোক ঈমান আনয়ন করে, যাহাদিগকে এই আয়াতসমূহ স্মরণ করাইলে তাহারা সেজদায় পড়িয়া যায় এবং আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসায় মগ্ন হইয়া যায়। আর তাহারা অহংকার করে না। (সূরা সেজদা, রুকু : ২)

۴۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا
اللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً
وَأَصِيلًا ۝ (সূরা আযাব রুকু ৭)

লے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت
سے کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے
رہو۔

৪৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশী বেশী করিয়া আল্লাহর যিকির কর এবং সকাল-সন্ধ্যা তাহার তসবীহ পড়। (সূরা আহযাব, রুকু : ৬)

۴۴) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا
مِنْ دُونِهِمْ ۖ (سورة مبارک ۵)

(جب قیامت میں ساری مخلوق کو جمع
کر کے حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے پوچھیں
گے کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے تو وہ کہیں گے آپ (شرک وغیرہ غیب سے)
پاک ہیں ہمارا تو محض آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان سے۔

৪৫) (কেয়ামতের দিন সমস্ত মখলুককে জমা করিয়া আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সমস্ত লোক কি তোমাদের উপাসনা করিত? তখন) তাহারা বলিব, আপনি (শিরক ইত্যাদি যাবতীয় দোষ হইতে) পবিত্র; আমাদের সম্পর্ক তো কেবল আপনার সাথেই, ইহাদের সাথে নয়। (ছাবা, রুকু : ৫)

۴۵) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْمَرْجَاجَ
كُلًّا ۖ (سورة یس رুক ۲)

وہ پاک ذات ہے جس نے تمام جوڑ کی
(یعنی ایک دوسرے کے مقابل) چیزیں
پیدا کیں۔

৪৬) ঐ যাত পবিত্র, যিনি সমস্ত জোড়া (অর্থাৎ একটির বিপরীতে আরেকটি এইরূপ) জিনিস পয়দা করিয়াছেন। (সূরা ইয়াসীন, রুকু : ৩)

۴۶) سُبْحَانَ الَّذِي يَبْدِئُ الْمَكْرُوتَ
كُلَّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (سورة یس رুক ۲)

پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں
ہر چیز کا پورا پورا اختیار ہے اور اسی کی طرف
لوٹائے جائیں گے۔

৪৭) অতএব পবিত্র সেই যাত, যাহার হাতে প্রত্যেক জিনিসের পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে এবং তাহারই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। (সূরা ইয়াসীন, রুকু : ৫)

۴۸) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۖ
لَكُنْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ (سورة صافات رুক ۵)

پس اگر (یونس علیہ السلام) تسبیح کرنے
والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک اسی
(مچلی) کے پیٹ میں رہتے۔

৪৮) সুতরাং হযরত ইউনুস (আঃ) যদি তসবীহ পাঠকারীদের মধ্যে না হইতেন, তবে কেয়ামত পর্যন্ত ঐ মাছের পেটের মধ্যেই থাকিতেন। (সূরা ছাফ্যাত, রুকু : ৫)

۴۹) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ (سورة صافات رুক ۵)

اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے
جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔

৪৯) তাহারা যাহা কিছু বর্ণনা করে, আল্লাহ তায়ালা যাত ঐ সবকিছু হইতে পবিত্র। (সূরা ছাফ্যাত, রুকু : ৫)

۵۰) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ۝ (سورة صافات رুক ۵)

(فرشتے کہتے ہیں کہ ہم سب ادب سے
صفت بہت کھڑے رہتے ہیں) اور سب
اُس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔

৫০) (ফেরেশতারা বলে, আমরা সকলেই আদবের সহিত সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকি) এবং আমরা সকলেই তাহার তসবীহ পড়িতে থাকি। (সূরা ছাফ্যাত, রুকু : ৫)

۵۱) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا
يَصِفُونَ ۖ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۖ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (سورة صافات رুক ۵)

آپ کا رب جو عزت (و عظمت) والا ہے
پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے
ہیں اور سلام ہو پیغمبروں پر اور تمام تعریف
اللہ ہی کے واسطے ثابت ہے جو تمام عالم
کا پروردگار ہے۔

৫১) আপনার রব, যিনি ইজ্জত (ও আজমত)র মালিক, তিনি তাহাদের বর্ণিত জিনিসসমূহ হইতে পবিত্র। শান্তি বর্ষিত হউক সকল পয়গাম্‌বরগণের উপর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালা জন্মাই যিনি তামাম জগতের পরোয়ারদিগার। (সূরা ছাফ্যাত, রুকু : ৫)

۵۲) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ
يُسَبِّحُنَّ بِالْحَمْدِ وَالْأَمْثَارِ الطَّيِّبِ

ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے
(حضرت داؤد علیہ السلام کے) ساتھ شریک

مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهٗ آذَابٌ ۝
(سورہ ص ۲۷)

ہو کر صبح شام تسبیح کیا کرے اسی طرح پرندوں کو بھی حکم کر رکھا تھا (جو کہ تسبیح کے وقت، اُن کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور سب پہاڑ اور پرندے بل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طرف رُجوع کرنے والے اور تسبیح و تحمید میں مشغول ہونے والے) ہوتے۔

(۵۲) آمی پاھاڑ کے تاہار (داؤد (آء) اہر) سہت شریک ہئیآ سكال-سكّآا تاسبہہ پڏیوار ہكؤم كریآا راخیآاخیلام۔ امانیآا به پاخییہر كےو ہكؤم كریآا راخیآاخیلام۔ ہآارا (تاسبہہر سماء) تاہار نكٹ كآا ہئیآا یاہت۔ تاہارا سكالے (میلیآا ہآر ت داؤد آء اہر ساآے) آالآا ہر دكے ركؤ (ہئیآا تاسبہہ و آرشاں ساءول) ہئیآا۔ (سؤا سماء، ركؤ : ۲)

(۵۳) سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْفَهَّارُ ۝ (سورہ زمر ركوع ۱۱)
وہ عیوب سے پاک ہے ایسا اللہ ہے جو
ایک لہے (کوئی اس کا شریک نہیں)
زبردست ہے۔

(۵۴) تینی یا باتیہ دوا-كڑٹ ہئیآے پاتر۔ تینی امان آالآا ہینی اذہتیہ (تاہار كوان شریك ناہی) اہو آبر دسؤ۔ (سؤا، ركؤ : ۱)

(۵۵) سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
(سورہ زمر ركوع ۱۷)
وہ ذات پاک اور برتر ہے اس چیز سے
جس کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔

(۵۶) تاہارا یہی سماء جینیسكے شریك كے، تینی اآا ہئیآے پاتر و اڈہر۔ (سؤا سؤا، ركؤ : ۹)

(۵۷) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ
مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَفَقَعَتْ بَيْنَهُمُ الْبَابُ وَقِيلَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
(سورہ زمر ركوع ۸)

آپ (قیامت میں) فرشتوں کو دیکھیں گے
کہ عرش کے چاروں طرف حلقہ باندھے کھڑے
ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں
مشغول ہوں گے اور اس دن تمام بندوں
کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور
ہر طرف سے کہا جائے گا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے
جو تمام عالم کا پروردگار ہے

(۵۵) آپنی كےآامآےر دین كےرےشآا دےر كے دےخیبےن، تاہارا آارشےر آآرڈكے كوالاكار ہئیآا داڈاہی به اہو آاپن ربےر تاسبہہ و آرشاں ساءول آا كی به۔ آار (آی دین) سماء بانڈار ٹك ٹك فآسالا كریآا دےوآا ہئیآے۔ (سب دك ہئیآے) بلا ہئیآے، آال-ہامڈوللآا ہ راخیبل آالامین (سماء آرشاں اكمآا آالآا ہ آالآارہی كآا ہینی آامام آالآمےر پراءاآار دكگار)۔ (سؤا، ركؤ : ۲)

(۵۶) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝
(سورہ مؤمن ركوع ۷)
جوفر شے عرش كو اٹھاتے ہوتے ہیں
اور جفر شے اس کے چاروں طرف ہیں
وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور
حمد کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان آتے
ہیں اور ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے
ہیں (اور کہتے ہیں کہ لے ہمارے پروردگار
آپ کی رحمت اور علم ہر شے کو شامل ہے
پس ان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور آپ کے راستہ پر چلتے ہیں
اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیے۔

(۵۷) یہ سماء كےرےشآا آارش باہن كریآا آاآے آار یاہارا آآرڈكے رہیآاآے تاہارا آاپن ربےر تاسبہہ كریآے آاآے اہو آارشاں كریآے آاآے۔ تاہار اآر سمان راآے اہو سماندار گآےر كآا سآا آارآنا كےر۔ (تاہارا بلے،) ہ آامادےر پراءاآار دكگار! آاپنار رآمآ و اآلم سب كیآكے بهٹن كریآا راخیآاآے۔ آاپنی تاہادككے مآف كریآا دین، یاہارا آوآا كریآاآے اہو آاپنار پآے آلے۔ آاپنی تاہادككے آاآامآمےر آاآاب ہئیآے باآا ہئیآا دین۔ (سؤا مؤمن، ركؤ : ۱)

(۵۸) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝ (سورہ مؤمن ركوع ۱۶)
صبح اور شام ہمیشہ، اپنے رب کی تسبیح
و تحمید کرتے رہیے۔

(۵۹) سكال و سكّآا (اآآا سربدا) آاپن ربےر تاسبہہ و آرشاں ساءول كریآے آاآون۔ (سؤا مؤمن، ركؤ : ۷)

(۶۰) فَالَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ
جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں (یعنی